www.abswer.com

আম-আঁটির ভেঁপু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্যটির শিখনফল

গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে–

- পল্লিপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- গ্রামীণ জীবনে শিশুদের আচরণ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিশুর বিকাশে মুক্ত পরিবেশ এবং স্বাধীনতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়েও গ্রামীণ জীবন শিশুদের কাছে প্রিয় হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত অনেক শব্দের ব্যবহার জানতে পারবে।
- বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের মা ও শিশুর মধ্যে স্নেহ-মমতার বন্ধন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

নাম	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : মুরারিপুর গ্রাম (মামার বাড়িতে), চব্বিশ পরগনা। পৈতৃক নিবাস : ব্যারাকপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম : মৃণালিনী দেবী।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯১৪), বনগ্রাম স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : আই.এ. (১৯১৬), কলকাতা রিপন কলেজ। উচ্চতর : বি.এ. (ডিস্টিংশনসহ), ১৯১৮, কলকাতা রিপন কলেজ।
কর্মজীবন / পেশা	শিক্ষকতা : হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুল, সোনারপুর হরিনাভি স্কুল, কলকাতা খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুল।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস : পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতি, দৃষ্টি প্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, অশনি সংকেত ইত্যাদি। ছোটগল্প : মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নর দল ইত্যাদি। আত্মজীবনীমূলক রচনা : তৃণাঙ্কুর।
পুরস্কার ও সম্মাননা	'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।
জীবনাবসান	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

সৃজনশীল প্রশ্ন	২৪টি
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন	৫০টি
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৩৫টি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৭১টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- পোড়া মাটির গন্ধ– শাহেদ আলী
- পুই মাচা– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- তপুর তিন্নি আপু– বিএম বরকতউল্লাহ
- কুড়ানী– কালিদাস রায়
- ছুটি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

উৎস পরিচিতি (Source)

'আম-আঁটির ভেঁপু' শীর্ষক গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

গ্রামীণ জীবনে অসম্পূর্ণ শৈশব এবং প্রকৃতির সম্পর্ক দেখে প্রকৃতিমুখী হওয়ার প্রেরণা জাগানো।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের জীবনালেখ্য। এই দুই ভাই-বোন অপু ও দুর্গা। তাদের শৈশবের আনন্দ মানুষের চিরায়ত শৈশবের আনন্দের প্রতীক। এই গল্পের হরিহর দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এবং সর্বজয়া বাঙালি পল্লিজননীর প্রতিনিধি। অপু ও দুর্গা দুরন্ত শিশু। তারা প্রকৃতির নানা বস্তুর সাথে মিলেমিশে হাসি-আনন্দে মেতে থাকে। গ্রামের ঝোপ-ঝাড়ে ছোটাছুটি করে, ফলমূল সংগ্রহ করে খায়। সেগুলোর ভাগ নিয়ে খুনসুটি করে। ফলে দারিদ্র্যের কষ্ট-যন্ত্রণা তাদেরকে ঘিরে ধরতে পারেনি। তারা সবুজের ছায়ায়, ফুল, ফল, প্রজাপতি, পাখির নির্মল পরিবেশে ঘুরে বেড়ায়। এ কারণে তাদের আনন্দঘন শৈশবকেও আচ্ছন্ন করতে পারে না অভাবের সর্বগ্রাসী কালো ছায়া।

চরিত্র পরিচিতি (Character)

হরিহর : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র হরিহর। সে গরিব ব্রাহ্মণ, তার উপাধি রায়। সে নিজ গ্রামের জমিদার অন্নদা রায়ের বাড়িতে মাসিক আট টাকা বেতনে গোমস্তার কাজ করে। এই আয় দিয়ে স্ত্রী সর্বজয়া এবং দুই ছেলে-মেয়ে অপু-দুর্গাকে নিয়ে জীবনযাপন করে। অর্থের অভাবে সে ভাঙা ঘর মেরামত করতে পারে না। হরিহর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হলেও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ সে করতে চায় না। এ কারণে দশঘরার সদগোপরা তাকে মন্ত্র দিতে বললে তখনই সে রাজি হয় না। ধার-দেনা করে সংসার চালাতে গিয়ে সে নানা কথা সহ্য করে। তবুও সে অধৈর্য হয় না। এদিক থেকে হরিহর ধীরস্থির।

সর্বজয়া : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র সর্বজয়া। সে ব্রাহ্মণ হরিহরের স্ত্রী। অপু-দুর্গার স্নেহময়ী মা। ছেলে-মেয়ে দুটি কথা না শুনলেও তাদের প্রতি বিরক্ত নয়। সে সংসারের নানা কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকে। অভাবের কারণে ঋণ করে। যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পারায় পাওনাদারদের কথা শোনে। অভাবে জর্জরিত হয়েও সে ধৈর্য হারায় না। গল্প করে বেড়ানো তার স্বভাব। দশঘরার সদগোপদের মন্ত্র দিয়ে সংসারের আয় বাড়াতে সে হরিহরকে তাড়া দেয়। ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে সে আবেগে আপ্লুত হয়। তার চরিত্রে গ্রামীণ পরিবেশে নিম্নবিত্ত অভাবী মানুষের জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। সে একজন ধৈর্যশীল নারী, স্নেহময়ী মা। বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা-সংকটে সে ধৈর্যশীল ও আত্মসচেতন।

দুর্গা : দুর্গা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর ও সর্বজয়ার বড় সন্তান। দুর্গা দশ-এগারো বছরের কিশোরী। স্বভাব অতি চঞ্চল বলে সে সারা পাড়ার বাগান, আমতলা, জামতলা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ভাই অপু তার খেলার সঙ্গী। ছোট ভাইকে সে যেমন আদর করে, তেমনই আবার মারে, ভয় দেখায়, শাসায়। সংসারের কাজে উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে মা সর্বজয়াকে কোনো কাজে সাহায্য করে না। কৈশোরের দুরন্তপনায় সংসারের অভাব তাকে ব্যথিত করে না। সে ময়লা জামা পরে কাচের চুড়ি হাতে দিয়ে রুক্ষ চুল উড়িয়ে আনন্দে ছুটে বেড়ায়। ছোট ভাই অপুর সঙ্গে খুনসুটি করে, পুতুল খেলে, রড়া ফলের বিচি কুড়ায়। এককথায় দুর্গা স্বভাবে চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল এবং প্রকৃতির রাজ্যে ছুটে বেড়ানো এক স্বাধীন কিশোরী, যাকে সংসারের অভাবের বিষাদ স্পর্শ করতে পারে না।

অপু : অপু 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর ও সর্বজয়ার ছোট সন্তান। অপু দুর্গার ছোট ভাই। দুর্গাকে সে দিদি বলে ডাকে। দুর্গা তাকে দিয়ে ছোটখাটো কাজ করায়। সে আপন মনে খেলা করে। তার একটি টিনের বাক্স আছে; সেটিতে রাখা সে রং ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, কয়েকটি কড়ি, দুপয়সা দামের পিস্তল, কতগুলো শুকনো নাটা ফল, কয়েকটি খাপড়া কুচি তার খেলার সামগ্রী। সে খাপড়া দিয়ে গঙ্গা-যমুনা খেলে। অপু তার দিদি দুর্গার খেলার সঙ্গী। বয়সে ছোট বলে দুর্গার মতো বুদ্ধি তার নেই। মায়ের চোখ ফাঁকি দেওয়ার মতো সে চালাকি করতে পারে না। এ কারণে দুর্গা তাকে 'হাবা একটা কোথাকার' বলে শাসালেও সে চুপ থাকে। সে স্বভাবে দুর্গার মতো চঞ্চল নয়। দুর্গা আম কুড়িয়ে এনে তেল-লবণ দিয়ে মাখালে তাকে খানিকটা খেতে দেয়। আরেকটু মাখানো আম দেওয়ার জন্য দিদির কাছে আকুতি জানায়। অপু তার মা সর্বজয়াকে ভয় পায়। অপুর চরিত্রে দরিদ্র পরিবারের শিশুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

স্বর্ণ গোয়ালিনী : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বিকাশহীন নারী চরিত্র। সে অপুদের গাভীর দুধ দোহায়। সর্বজয়া তাকে 'সন্ন' বলে ডাকে।

অন্যান্য বিকাশহীন চরিত্র

* হরিহর রায়ের জ্ঞাতি ভাই নীলমণি রায় ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা।
* দশঘরার সদগোপ সম্প্রদায়ের পয়সাওয়ালা একজন লোক।
* সেজ ঠাকুরুণ এবং রাধা বোস্টমের বউ।

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ভেঁপু	–	বাঁশিবিশেষ।
সমুদয়	–	সমস্ত, সকল, সমষ্টি।
উপুড়	–	উল্টোমুখী, ভূমির দিকে মুখ করা এমন।
অজ্ঞাতসারে	–	গোপনে, অগোচরে, কাউকে না জানিয়ে।
খানকতক	–	কয়েকখানা, কয়েকটি।
লক্ষ্য	–	উদ্দেশ্য, তাক, নিশানা।
অব্যর্থ	–	কখনো বিফল হয় না এরূপ, অমোঘ।
বিশ্বাস	–	সত্য বলে বিবেচনা, প্রত্যয়, নির্ভর, আস্থা, ভরসা।
সযত্ন	–	যত্নযুক্ত, আদরযুক্ত, সাদর।
মহামূল্যবান	–	খুব দামি, দুর্মূল্য, অতি উচ্চ শ্রেণির।
কৌতূহল	–	নতুন বা অজ্ঞাত বিষয় জানার আগ্রহ, ঔৎসুক্য।
কল্পনা	–	জাগ্রত স্বপ্ন, মনগড়া বিষয়, ধারণা, আন্দাজ, অনুমান।
সতর্কতা	–	সাবধানতা, হুঁশিয়ার।
মিশ্রিত	–	মিশানো হয়েছে এমন, ভেজাল দেওয়া হয়েছে এমন।
আওয়াজ	–	শব্দ, ধ্বনি, কণ্ঠস্বর।
ডাগর ডাগর	–	বড় বড়, মোটাসোটা।
আহ্লাদ	–	আনন্দ, আমোদ, আশকারা, হর্ষ।
খিড়কি	–	জানালা, বাতায়ন।
দোর	–	দুয়ার, দরজা।
হাবা	–	গোবেচারা, অতিশয় নির্বোধ, স্থূলবুদ্ধি।
নাগাল	–	নৈকট্য, সংস্পর্শ, কাছে পাওয়া, আপন হিসেবে পাওয়া।
জ্ঞাতি	–	একই বংশে জাত ব্যক্তি, সগোত্র।
পিত্রালয়	–	বাবার বাড়ি, পিতৃগৃহ।

www.abswer.com

www.abswer.com

ভিটা – পৈতৃক বাস্তুভূমি, জমিন থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু করে প্রস্তুত যে ভূমিতে বাসগৃহ নির্মিত হয়, ঘরের ভিত।
মেরামত – জীর্ণ বস্তুর সংস্কার সাধন।
কপাট – দরজার পাল্লা, দরজার দুই পাট।
অবশিষ্ট – বাকি, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত।
গোগ্রাসে – গরুর মতো বড় গ্রাসে দ্রুত গলাধঃকরণ।
ফাই-ফরমাজ – ছোটখাটো হুকুম তামিল।
সঙ্কুচিত – জড়সড়, কুণ্ঠিত, কোঁকড়ানো, অপ্রসারিত।
ভ্রুকুটিমিশ্রিত – ক্রোধ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য ভ্রুকুঞ্চন মেশানো ভাব।
বিপন্নমুখে – সংকটাপন্নমুখে, বিপদগ্রস্ত মুখ করে।
লক্ষ্মীছাড়া – শ্রীভ্রষ্ট, দুর্ভাগ্যযুক্ত, হতভাগ্য, দুষ্ট।
তাগাদা – প্রাপ্য বস্তু দেওয়ার বারবার দাবি বা অনুরোধ।
গোমস্তা – তহসিলদার, যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে, খাজনা আদায়কারী।
দন্ডবৎ – দন্ডের মতো ভূমিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।
মন্তর – মন্ত্র।
স্বভাব – স্বপ্রকৃতি, আত্মভাব, স্বরূপ, গুণ, চরিত্র।
দেনা – ধার, কর্জ, ঋণ।
বন্দক – বন্ধক, ঋণের জামিনস্বরূপ কোনো জিনিস জমা রাখা।
আশ্রয় – রক্ষক, সহায়, অবলম্বন, আধার।
রাজি – সম্মত, মেনে নেওয়া হয়েছে এমন।
পরামর্শ – যুক্তি, মন্ত্রণা, উপদেশ।
আড়াল – অন্তরাল, পর্দা, আবরণ।
সতর্কতা – সাবধানতা, হুঁশিয়ার।
নিরুৎসাহ – উৎসাহহীন, হতাশ, নিরাশ, হতোদ্যম।
রাক্কস – রাক্ষস, নরখাদক জাতি, পেটুক।

বানান সতর্কতা (Orthography)

ভেঁপু-বাঁশি, অজ্ঞাতসারে, লক্ষ্মীপূজা, চুড়ি, সিঁদুরকৌটা, ক্ষার, জ্ঞাতি-ভ্রাতা, জঙ্গলাবৃত, খিড়কি, সম্বন্ধ, বেড়া, জিজ্ঞাসাসূচক, রোদ্দুর, আজ্ঞে বোসো, বন-বিছুটি, কালমেঘ, কুটোগাছ, নাটাফল, নিরুৎসাহ, উঁকি, পাঁচিল, রাক্কস, খুঁটে, বাটী।

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' শীর্ষক গল্পটি তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অংশবিশেষ।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি পল্লির প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দঘন শৈশবের আখ্যান নিয়ে রচিত।
- অপু ও দুর্গা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র।
- হরিহর-সর্বজয়ার সংসারের মধ্য দিয়ে পল্লিবাংলার দারিদ্র্যপীড়িত জনজীবনের করুণ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দশ-এগারো বছর বয়সী দুর্গা সারাদিন পাড়াময় ঘুরে বেড়িয়ে গ্রামের অতি সাধারণ ফল, আমের কুসি, কুচ, নাটা ফল সংগ্রহ করে। ভাই অপুকে নিয়ে তার আনন্দময় জগৎ তৈরি করে নিয়েছে।
- অপুর দিদির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমতা রয়েছে যা পল্লির সহজ-সরল ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ককে মনে করিয়ে দেয়।
- অপু-দুর্গা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক বাঙালির চিরায়ত শৈশবকে স্মরণ করিয়ে দেন।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি–
ছোটদের খেলার সামগ্রী তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি। তারা সেগুলো এক জায়গায়ই জড়ো করে রাখে। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি বলতে তাদের সব খেলনা বোঝানো হয়েছে।

খানকতক খাপরার কুচি–
মাটির তৈরি হাঁড়ি-কলসির ভাঙা অংশ যা 'গঙ্গা যমুনা' নামের বিশেষ এক ধরনের গ্রাম্য খেলার সময় ছুড়ে মারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া–
কোনোকিছু আগ্রহ সহকারে শুরু করার পর সেই কাজটি করতে আর আনন্দ না পেয়ে পাশে রেখে অন্যকিছুর প্রতি মনোনিবেশ করা।

পিজরাপোলের আসামির ন্যায়–
দীর্ঘদিন বন্দি অবস্থায় থাকা অবহেলিত আসামির কথা বলা হয়েছে, যার প্রতি কোনো কৌতূহল বা উৎকণ্ঠা কারও থাকে না।

তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত–
কাউকে চাপাস্বরে আহ্বান করার সময় সতর্ক থাকে, যেন যাকে ডাকা হচ্ছে সে ছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত অন্য কেউ না শোনে। শুনলেই উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ার আশঙ্কা।

আমের কুসি জারাবো–
আমের ছোট গুটিকে আমের কুসি বলা হয়। গ্রামের বালক-বালিকারা গাছতলা থেকে আমের সেই গুটি কুড়িয়ে এনে কুচি কুচি করে কেটে তেল-লবণ-মরিচ দিয়ে মাখিয়ে খায়। এই মাখানোকেই বলে আমের কুসি জারানো।

তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?
সেকালের গ্রামীণ হিন্দু সমাজে নানা ধরনের সংস্কার ছিল। সকালে স্নান না করে আগের দিনের পরা কাপড়কে বাসি কাপড় বলা হতো এবং তা পরা থাকলে কোনোকিছুতে হাত দেওয়া নিষেধ ছিল।

তুই অতগুলো খাবি দিদি?
আমের কুসি জারানোর পর দিদি ছোট ভাইকে ভাগ করে দেওয়ার সময় ভাইটি নিজের ভাগের চেয়ে দিদির ভাগে বেশি পরিমাণ অনুমান করে কথাটি বলেছে।

জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

আমি যে নাগাল পাই নে?
বয়সে এবং উচ্চতায় ছোট হওয়ায় উঁচুতে রাখা মরিচ আনার সময় সেটাকে ছুঁতে না পারা বা সংগ্রহ করতে না পারার কথা বলা হয়েছে।

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল।
দুর্গাদের বাড়িটার চারপাশে অনেক পতিত জমি থাকায় সেখানটা জঙ্গলাকীর্ণ।

কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই।
অপু-দুর্গা জারানো আমের কুসি খাচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে। হঠাৎ মায়ের আহ্বান, তাই তারা গোগ্রাসে সেগুলো গিলতে লাগল। কারণ চিবিয়ে খেতে গেলে মায়ের কাছে যেতে তাদের দেরি হয়ে যাবে।

কুটোগাছটা ভেঙে দু খানা করা নেই।
কোনো কাজে সাহায্য না করার কারণে মা বলেছেন মেয়ে দুর্গাকে।

কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন।
সংসারের কোনো কাজ না করে সারা গ্রামে উদ্দেশ্যহীনভাবে অযাচিতভাবে দুর্গার ঘুরে বেড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখ।
দুর্গার চাহনিতে তিরস্কার ও সতর্কতামূলক সংকেত।

তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানোর স্বভাব!
সর্বজয়ার মুখপাতলা স্বভাবের জন্য হরিহর রায় তাকে তিরস্কার করে বলেছেন যেন গোপন কথা গল্পচ্ছলে কাউকে না বলে।

আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।
কথাটির মাধ্যমে পরিশ্রমী মানুষের কাছে সৌভাগ্য ধরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম।
কোনো খুশির বা প্রত্যাশিত সংবাদ শোনার পরে উত্তেজনায় ঠিকমতো কথা বের না হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

অপরপক্ষ পূর্ণ সজাগ দেখিয়া–
দুর্গা তীব্র রৌদ্রে সারা গ্রাম ঘুরে এসে দেখে তার বাবা-মা এখনও দুপুরে ঘুমাতে না গিয়ে জেগে আছেন। তাই সে তাঁদের সজাগ দেখে সামনে যেতে সাহস করেনি।

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে যে সকল গ্রামীণ উপাদান ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে যে সকল গ্রামীণ উপাদান ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

গ্রামীণ উপাদান	গ্রামীণ শব্দ
টিনের বাক্স, কাঠের ঘোড়া, টিনের ভেঁপুবাঁশি, কড়ি, নাটাফল, পুতুলের বাক্স, খাপরার কুচি, কাচের চুড়ি, ময়লা কাপড়, নারিকেলের মালা, কচি আম কাটা, ডালা।	ডালা, উপুড়, টোল্, চুপড়ি, খাপরা, পিজরাপোল, ডাগর, নুন, ক্ষার, কুসি, কাচতে, গিয়েচে, আসচে, খিড়কি, টের, তেলটেল, হয়েচে, ধরেচে, মুখুয্যে, ঝনাৎ, নাগাল, জঞ্জাল, এট্টু, বঁটি, টোটো, কেচে, বাঁচেট, সন্ন, ভেতন্নর, পজ্জন্ত, চত্তির মাস, রোদ্দুর, পের, বল্লে, ভাবচি, বলেচি, বামুন, ভদ্দর, মৈলে, চুকচুক, রাক্কস, দেখচি, পড়েচে, মুকে, বড্ড, দুগ্‌গা, রাঙি, বিচি, খুঁটে।

২ তোমার পঠিত 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অনুরূপ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা সংবলিত অন্য একটি গল্পের আলোচনা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

উত্তর : আমার পঠিত 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অনুরূপ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা সংবলিত অন্য একটি গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই'। নিচে সংক্ষেপে গল্পটির আলোচনা দেওয়া হলো :

'বলাই' গল্পের আলোচনা : 'বলাই' প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের গল্প। বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাই' গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এক বালকের কথা তুলে ধরেছেন।

'বলাই' গল্পে বলাই প্রকৃতির সন্তান। তাই প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানকে সে প্রিয়তম বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছপালা এ সবকিছুই প্রকৃতির উপাদান। তবে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান হচ্ছে গাছপালা। গাছই অক্সিজেন দিয়ে মানুষসহ অন্য সব জীবজন্তুকে বাঁচিয়ে রাখে; পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে; পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে। নানা রকম ফুল-ফল দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মানুষের চাহিদা মেটায়। কাঠের জোগান দেয়। আর্থনীতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাই' গল্পে এই বৃক্ষের সঙ্গে বলাইয়ের নিবিড় সম্পর্কটিই তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মানুষ ও প্রকৃতি মিলে সৃষ্টি হয় এক অভিন্ন সত্তা। সেই সত্তাটি বলাইয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কেউ গাছের ডালপালা ভাঙলে, লতানো গাছের ডগাগুলো ছিঁড়লে সে ভীষণ কষ্ট পায়। বলাই তার অনুভূতি দিয়ে গাছের কান্না শুনতে পায়। সে ঘাস পছন্দ করে। ঘাসের ভিতর নামহারা ফুল দেখে সে পুলকিত হয়। তাই ঘাসিয়াড়া এলে, ঘাস কাটলে তার খারাপ লাগে। গাছের সঙ্গে বলাইয়ের স্নেহ ও মমত্ববোধ অকৃত্রিম। সে কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যারা তাকে প্রকৃতি থেকে দূরে সরাতে চায়, তাদেরকে সে শত্রু মনে করে। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই মাতৃহীন হয়েও বলাই মায়ের অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারেনি। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পেও গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের কাছে প্রকৃতির ভালোবাসা ম্লান করে শৈশবের কষ্ট-দারিদ্র্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

PART 03 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায়
সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ CREATIVE SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন, মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের যথাযথ অনুশীলন তোমাদের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

একই পরিবারের মকবুল, আবুল, সুরত সবাই বেশ পরিশ্রমী। নিজেদের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গাচাষ করে, লাকড়ি কাটে, মাঝিগিরি করে, কখনো কখনো অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের স্ত্রীরাও বসে নেই। ভাগ্যের উন্নতির জন্য পাতা দিয়ে পাটি বোনে, বাড়ির আঙিনায় মরিচ, লাউ, কুমড়া ফলায়, বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করে। কোনো রকমে জীবন চলে যাচ্ছে তাদের।

ক. দুর্গার বয়স কত? ১

খ. বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলভাবকে কতটুকু ধারণ করে?" যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

www.abswer.com

www.abswer.com

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক **জ্ঞান**

- দুর্গার বয়স দশ-এগারো বছর।

খ **অনুধাবন**

- বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর তখনই রাজি হয়নি, কারণ তাতে প্রস্তাবকারী তাকে খুব অভাবী ও উপবাসী মনে করতে পারে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ জীবনে নিম্ন আয়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখ, দুর্দশা ও টানাপড়েন সমকালীন ভাষায় প্রাণিত হয়ে উঠেছে। হরিহর রায়বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে আট টাকা পায়। তাতে তাদের চারজনের সংসার ঠিকমতো চলে না। ছেলে-মেয়েকে তারা প্রয়োজন মতো খাবার ও পোশাক দিতে পারে না। সে দশঘরায় তাগাদার জন্য গেলে সেখানে একজন মাতব্বর গোছের লোক তাকে তাদের ব্রাহ্মণ হিসেবে মন্ত্র দিতে এবং সেখানে বাস করার প্রস্তাব করে। কিন্তু হরিহর সাথে সাথেই তার প্রস্তাবে রাজি হয় না। কারণ সে নিজের এত হীন অবস্থা ও দীনতা প্রকাশ করতে চায়নি।

সারকথা : মানসম্মানের কারণেই হরিহর দশঘরার লোকটির প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হলো না।

গ **প্রয়োগ**

- উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দরিদ্র মানুষের জীবনযাপনের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- মানুষের জীবন সুখ-দুঃখের চারণক্ষেত্র। মানুষ সেসব মেনে নিয়েই জীবনযাপন করে। নানা পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় জাত-ধর্ম, সামাজিক নানা রীতিনীতি, সংস্কার, কুসংস্কার। তারপরও প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের জীবনসংগ্রাম থেমে থাকে না।
- উদ্দীপকে সামাজিক জীবনে পরস্পর নির্ভরশীল একদল মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে গ্রামীণ জীবনে নানা পেশাজীবী মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা এবং তাদের স্ত্রীদের সংসার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিশ্রমী মানুষদের শরীর আর মনোবল ছাড়া কিছু নেই। তারা কেউ বর্গাচাষি, কেউ ভাড়া নায়ের মাঝি, কেউ কামলা। কোনোরকমে তাদের জীবন চলে। উদ্দীপকের এসব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের পেশা ও জীবনযাপন সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ হরিহরও রায়বাড়িতে মাসিক আট টাকা বেতনে গোমস্তার কাজ করে। সেটিও এক ধরনের কামলা খাটা। সেই আয় দিয়ে হরিহরের জীবন সুখে কাটে না। ছেলে-মেয়েকে নতুন জামা-কাপড়, ভালো খাবার দিতে পারে না। সংসার চলে অতি কষ্টে।

সারকথা : দারিদ্র্য মানুষের সৎচিন্তা ও সাহস নষ্ট করে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। তবু মানুষ দারিদ্র্যকে পাশ কাটিয়ে সুখ-শান্তির পথে, স্বপ্নের পথে এগিয়ে যায়।

ঘ **উচ্চতর দক্ষতা**

- উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলভাবকে আংশিক ধারণ করে। কারণ এতে দুই ভাই-বোনের আনন্দ-বেদনার দিকটি গল্পের মতো ফুটে ওঠেনি।
- মানুষ জীবনব্যাপী নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে। সে যেখানে থাকে, সেখানেই সে স্বপ্ন দেখে সুখের, শান্তির। সেই স্বপ্ন পূরণে লড়াই করে নিজের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। চলার পথে সে পথ হারায়, আশাহত হয়। স্বপ্নভঙ্গের হতাশা তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। তার পরও সে হাল ছাড়ে না, জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যায়।
- উদ্দীপকে কৃষক, শ্রমিক, মাঝি, দিনমজুর প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এতে গ্রামীণ জীবনের একদল পেশাজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে। তারা অন্যের জমিতে চাষ করে, অন্যের নায়েও কামলা দেয় এবং তাদের স্ত্রীরা নানা রকম শাকসবজি উৎপাদন করে, শাপলার ডাঁটা বাজারে বিক্রি করে কোনোরকমে জীবন চালায়। এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের হরিহর এবং তার স্ত্রী সর্বজয়ার জীবনযাপনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ হরিহরও রায়বাড়িতে সামান্য বেতনে গোমস্তার কাজ করে সংসার চালায়।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের জীবনালেখ্য। এই দুই ভাই-বোন অপু ও দুর্গা। তাদের শৈশবের আনন্দ মানুষের চিরায়ত শৈশবের আনন্দের প্রতীক। উদ্দীপকে এই বিষয়টি নেই। সেখানে গ্রামীণ জীবনের চিরায়ত যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা কেবল 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের ঐ শিশু দুটির অভিভাবক হরিহর ও তার স্ত্রী সর্বজয়ার জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণেই উদ্দীপকটি আলোচ্য গল্পের মূলভাবকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি। এদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের পরিচয় ফুটে উঠেছে, যা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু হরিহরের দুই সন্তান অপু ও দুর্গার শৈশবে দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আনন্দের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২০

১ম অংশ : হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব।
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই।

২য় অংশ : আমারে চেনো না? আমি যে কানাই!
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোন!

ক. 'কালমেঘ' কী? ১

খ. হরিহর সদ্গোপদের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হলো না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত প্রতিফলিত ভাবটি উদ্দীপকের ২য় অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবকে স্তব্ধ করতে পারেনি।" মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'কালমেঘ' হলো যকৃতের রোগে উপকারী এক প্রকার তিক্ত স্বাদের গাছ।

খ অনুধাবন

- নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে হরিহর সদগোপের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিক রাজি হয়নি।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ জীবনে নিম্ন আয়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখ, দুর্দশা ও টানাপড়েন সমকালীন ভাষায় প্রাণিত হয়ে উঠেছে। হরিহর রায়বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে আট টাকা পায়। তাতে তাদের চারজনের সংসার ঠিকমতো চলে না। ছেলে-মেয়েকে তারা প্রয়োজনমতো খাবার ও পোশাক দিতে পারে না। সে দশঘরায় তাগাদার জন্য গেলে সেখানে একজন মাতব্বর গোছের সদগোপ তাকে তাদের ব্রাহ্মণ হিসেবে মন্ত্র দিতে এবং তার গ্রামে গিয়ে বাস করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু হরিহর সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রস্তাবে রাজি হলো না, পাছে তার দীনহীন অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যায়।

সারকথা : মানসম্মানের কারণেই হরিহর দশঘরার সদগোপের প্রস্তাবে তখনই রাজি হলো না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের প্রথম অংশে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো হরিহর-সর্বজয়ার সংসারের দারিদ্র্য।
- আমাদের সমাজে দরিদ্ররা জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খায়। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেও তারা সংসারে সচ্ছলতা আনতে পারে না। তাদের চারদিকে শুধু হাহাকার।
- উদ্দীপকের প্রথম অংশে সমাজের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের দুরবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তারা সূর্যের কাছে তাদের অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেছে যে তাদের গরম কাপড়ের খুব অভাব, সারা রাত তারা খড়কুটো জ্বালিয়ে থাকে। এ বিষয়টি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের সংসারের দারিদ্র্যের সমান্তরাল। হরিহরের আট টাকা মাইনের চাকরিতে সংসার চলে না। ধারের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় গ্রামে সর্বজয়াকে অপদস্থ হতে হয়। অপু-দুর্গার পরার জামা ছেঁড়া। দেনার দায়ে হরিহর-সর্বজয়ার গ্রাম ছাড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের প্রথম অংশে আলোচ্য গল্পের দরিদ্রতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্প উভয় জায়গায় দারিদ্র্যের নির্মম চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উক্ত প্রতিফলিত ভাবটি উদ্দীপকের ২য় অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবকে স্তব্ধ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যৌক্তিক।
- প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকে। প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের সংসারের অভাব-অনটন স্পর্শ করে না।
- উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে কানাই নামের এক কিশোরের শৈশবের আনন্দঘন অবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। সে তার বোনকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনা, পদ্মা ও শোন নদী বেড়াতে যেতে চায়। উদ্দীপকের প্রথম অংশে প্রতিফলিত দারিদ্র্য এখানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অপু-দুর্গার গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় হাসি-আনন্দে কাটানোর সঙ্গে উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ সাদৃশ্যপূর্ণ। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাদের সেই আনন্দকে ম্লান করতে পারেনি। গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল গল্পটিকে অনন্য করে তুলেছে।
- মূলত উদ্দীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যথাক্রমে দারিদ্র্য ও শৈশবের দুরন্তপনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য গল্পেও এ দুটি দিকের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু শৈশবের আনন্দের কাছে দারিদ্র্য ম্লান হয়ে গেছে উভয় জায়গায়। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

সারকথা : উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্প উভয় জায়গায় দারিদ্র্যের কশাঘাত শৈশবের দুরন্তপনাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। উভয় জাগায় শৈশবের আনন্দঘন অবস্থাই প্রধান। তাই বলা যায় যে, মন্তব্যটি যৌক্তিক।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৩ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

উপল ও নিধি ভাইবোন। নিধি বড়, উপল ছোট। তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য পাঁচ। বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় তারা খেলছিল। তাদের মা উঠানে বসে তরকারি কাটছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই উপল ও নিধি ছুটে গেল টকটকে লাল জামরুল কুড়াতে। মা দেখে তাদের শাসন করছিলেন। মা রান্নাঘরে যেতেই তারা বাইরে বেরিয়ে গেল। মা রান্না করে, কাপড় কেচে গোসল করতে গেলেন। দ্বিপ্রহর হলেও নিধি ও উপল ফিরে আসেনি।

ক. 'পিজরাপোলের আসামি' কী? ১

খ. 'তখনি কি রাজি হতে আছে'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যোগসূত্র ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের মা সর্বজয়া চরিত্রকে পুরোপুরি ধারণ করেনি'— মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'পিজরাপোলের আসামি' হলো কাঠের ঘোড়া।

খ অনুধাবন

- 'তখুনি কি রাজি হতে আছে'— কথাটির মধ্য দিয়ে অভাবী হরিহরের আত্মমর্যাদার দিকটি ফুটে উঠেছে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ জীবনে নিম্ন আয়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখ, দুর্দশা ও টানাপড়েন সমকালীন ভাষায় প্রাণিত হয়ে উঠেছে। হরিহর রায়বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে আট টাকা পায়। তাতে তাদের চারজনের সংসার চলে না। ছেলে-মেয়েকে তারা প্রয়োজন মতো অন্ন-বস্ত্র কোনোটাই দিতে পারে না। সে দশঘরায় তাগাদার জন্য গেলে সেখানে একজন মাতব্বর গোছের লোক তাকে তাদের ব্রাহ্মণ হিসেবে মন্ত্র দিতে এবং সেখানে বাস করার প্রস্তাব করে। কিন্তু হরিহর সাথে সাথেই তার প্রস্তাবে রাজি হয় না। কারণ সে নিজের এত হীন অবস্থা ও দীনতা প্রকাশ করতে চায়নি।

সারকথা : আত্মসম্মানের কারণেই হরিহর দশঘরার লোকটির প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হলো না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যোগসূত্র হলো চিরায়ত শৈশব এবং ভাইবোনের চিরন্তন ভালোবাসা।
- শিশুরা হেসেখেলে বড় হবে এটাই স্বাভাবিক। শৈশব মানুষের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই শৈশবের দিনগুলো হয় মধুর। শৈশবে শিশুরা মেতে থাকে আনন্দ ও দুরন্তপনায়।
- উদ্দীপকে উপল ও নিধি দুই ভাইবোনের শৈশবের আনন্দঘন দিনগুলোর কথা বলা হয়েছে। মায়ের নিষেধ না শুনে তারা শৈশবের দুরন্তপনায়মেতে উঠেছে। মায়ের শাসন ভুলে তারা জামরুল কুড়াতে বের হয়ে যায়। তাদের এই চঞ্চলতা ও দুরন্তপনা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু ও দুর্গার শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুই ভাইবোনের মধ্যে মধুর খুনসুটি চলে। দুরন্ত দুর্গার সঙ্গী তার ছোট ভাই অপু। দুর্গা তাকে আদর করে আবার শাসন করে। অপু তার খেলনা নিয়ে খেলে। দুর্গা সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়, যা সবার চিরায়ত শৈশবকেই মনে করিয়ে দেয়। এভাবে উদ্দীপকের উপল ও নিধির সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যোগসূত্র হলো চিরায়ত শৈশব এবং ভাইবোনের চিরন্তন ভালোবাসা।

সারকথা : উদ্দীপকে উপল ও নিধির মধ্যে যে চিরায়ত শৈশব প্রকাশ পেয়েছে তা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু ও দুর্গার মধ্যেও বিদ্যমান। এই বিষয়টিই উদ্দীপকের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যোগসূত্র।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'উদ্দীপকের মা সর্বজয়া চরিত্রকে পুরোপুরি ধারণ করেনি'— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মাতৃহৃদয় স্নেহ-মমতার অপর নাম। মায়েরা সবসময় দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও সন্তানদের আগলে রাখেন। কোনো দুঃখ-কষ্টের আঁচড়ও তারা সন্তানদের ওপর লাগতে দেন না।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে সর্বজয়া দারিদ্র্য সত্ত্বেও সন্তানস্নেহে শাশ্বত এক জননী। স্বামীর স্বল্প আয়, সংসারে সচ্ছলতা নেই। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়, তা সত্ত্বেও তিনি শাসনে-ভালোবাসায় পরম মমতা দিয়ে আগলে রেখেছেন অপু আর দুর্গাকে। তিনি ধার করে, বাঁধা দিয়ে সংসার চালান। স্বামীকে সম্মান করেন। সন্তানদের দুষ্টুমিতে রাগ করলেও তাদের প্রতি তার অটুট ভালোবাসা। অন্যদিকে উদ্দীপকের মায়ের শুধু কর্মনিষ্ঠার দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ও সন্তানদের শাসন করেছেন। তবে তার মধ্যে সর্বজয়ার মতো ততটা জীবনঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়নি।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া ও উদ্দীকের মা উভয়েই সন্তানদের ভালোবেসেছেন, শাসন করেছেন। তবে সর্বজয়ার মতো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার দিকটি উদ্দীপকের মা চরিত্রে প্রকাশ পায়নি, যা সর্বজয়া চরিত্রকে করে আরও বলিষ্ঠ। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : দারিদ্র্যের মধ্যেও মমতা-ভালোবাসা ও শাসন দিয়ে সন্তানদের আগলে রাখার বিষয়টি সর্বজয়া চরিত্রে প্রকাশ পেলেও উদ্দীপকের মা চরিত্রে পরিপূর্ণভাবে তা প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৭

বাঁধন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে ভীষণ ডানপিটে। সারাক্ষণ টো টো করে ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ। তাকে দেখা যায় কখনো নদীর তীরে, কখনো বনে-বাদাড়ে। কার বাগানের আনারস পেকেছে, কলা হলুদ রং ধারণ করেছে, কোন গাছের আম খেতে ভারি মিষ্টি– এ খবর বাঁধনের চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। তার উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ। তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের অভিযোগ কোনো নতুন বিষয় নয়। সবকিছু মিলিয়ে তার মা সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকেন।

ক. দুর্গার বয়স কত? ১

খ. 'হাবা একটা কোথাকার, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।'– দুর্গা একথা বলেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাঁধনের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে, সমগ্র ভাবটি আরও ব্যাপক– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- দুর্গার বয়স দশ-এগারো বছর।

খ অনুধাবন

- অপু আম খাওয়ার কথা মায়ের কাছে প্রকাশ করে দেওয়ায় দুর্গা অপুকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।
- কুড়িয়ে আনা কাঁচা আম অপু আর দুর্গা একত্রে খেয়েছিল। দুর্গা অপুকে আম খাওয়ার কথা মায়ের কাছে বলতে নিষেধ করেছিল। কারণ মা জানতে পারলে তাকে বকবে। কিন্তু অপু মুখ ফসকে সেই কথা মাকে বলে ফেলে। এ কারণেই দুর্গা অপুকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।

সারকথা : অপুর কথায় মায়ের কাছে আম খাওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হলে দুর্গা অপুকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের বাঁধনের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি দুর্গা।
- মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার নানা স্মৃতিতে ঘেরা। শৈশবের স্মৃতি মানুষকে সারাজীবন তাড়িত করে। ছেলেবেলার আনন্দ স্মৃতি মানুষ কখনো ভুলতে পারে না। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের শৈশব স্মৃতি অসাধারণ মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ।
- 'আম-আঁটির ভেপু' গল্পে দুর্গার শৈশবের বর্ণনা আছে। সে স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করে। সে সারাদিন বনে-বাদাড়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাঁচা আম খাওয়ায় সে নির্বিকারচিত্ত। গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে দুর্গা। উদ্দীপকের বাঁধনও ভীষণ ডানপিটে। সে দুরন্ত। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। কার বাগানের কোন ফল ভালো তার খবর সে জানে। এসব বৈশিষ্ট্য বিচারে উদ্দীপকের বাঁধন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : শৈশবের বর্ণনায় উদ্দীপকের বাঁধন এবং 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে, সমগ্র ভাবটি আরও ব্যাপক– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শৈশবের দিনগুলো মানুষের কাছে অনেক আনন্দের। আর তা যদি গ্রামে অতিবাহিত হয় তা হলে তো আনন্দের সীমা নেই। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা দূরে সরিয়ে দেয় কষ্ট, এনে দেয় আনন্দের পরশ।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা দুই ভাই-বোনের শৈশবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাদের মন-মননে দিয়েছে আনন্দের পরশ। অপু ও দুর্গা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু শৈশবের আনন্দের মাঝে দারিদ্র্যের কষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মৌসুমি ফল, অজানা কৌতূহল, বিস্ময়– এই বর্ণনাগুলো আমাদের শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পের সর্বজয়ার মাঝে গ্রামের মায়ের চিরায়ত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের বাঁধনের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্গার কথা। ডানপিটে স্বভাবের বাঁধনের ঘুরে বেড়ানো, ফলের সন্ধান, উৎপাত, মায়ের উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে শৈশবস্মৃতি প্রকাশিত হয়।
- উদ্দীপকটি শৈশবের আলোকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তাতে গল্পের সামগ্রিক দিক প্রকাশ পায় না। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ একটি পরিবারের নানা দিক বর্ণনার পাশাপাশি শৈশবের বর্ণনায় যুক্ত হয়েছে অপু আর দুর্গার কথা। অপরদিকে উদ্দীপকের বাঁধন দুরন্ত শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা গল্পের আংশিক ভাবমাত্র।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

ছোট ছেলেটার কয়দিন থেকে ভীষণ জ্বর। বিধবা ফুলবানু হাঁসের কয়েকটা ডিম বেচে ছেলের চিকিৎসা করালেও এখন আর সে সামর্থ্যও নেই। প্রতিবেশী জরিনার কাছে ধার নিবে কেমন করে– আগের ধারটাই যে শোধ হয়নি।

ক. অপুর দিদির নাম কী? ১

খ. 'আমার কাপড় যে বাসি'– অপু একথা কেন বলেছিল? ২

গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফুলবানু কি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার প্রতিচ্ছবি? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- অপুর দিদির নাম দুর্গা।

খ অনুধাবন

- প্রশ্নোক্ত কথাটি অপু বলেছিল তার দিদি দুর্গাকে। কারণ তাঁর মা কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন, বাসি কাপড়ে তেলের ভাঁড় ছোঁয়া নিষেধ।
- সেকালের গ্রাম্য হিন্দু সমাজে নানা ধরনের আচার-সংস্কার প্রচলিত ছিল। সকালে স্নান না করে আগের দিনের পরা কাপড়কে বাসি কাপড় বলা হতো এবং তা পরা থাকলে কোনোকিছুতে হাত দেওয়া নিষেধ ছিল। দুর্গা কতগুলো কচি আম কাটা নিয়ে এসেছে। সেগুলো তেল-লবণ দিয়ে মাখিয়ে খাবে। তাই দুর্গা অপুকে তেল-লবণ নিয়ে আসতে বলে। তখন অপু প্রশ্নোক্ত কথা বলেছিল।

সারকথা : অপুর উক্তিটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের আচার-সংস্কারের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার দুঃখ-দুর্দশার দিকটি ফুটে উঠেছে।
- আমাদের সমাজে নারীরা অতি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে সংসারকর্ম পরিচালনা করে। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। তবুও তারা স্বামী-সন্তান নিয়ে দিনের পর দিন সংসারধর্ম পালন করে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর-সর্বজয়ার সংসারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। হরিহর অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে যে আট টাকা পায় তা দিয়ে সংসার ঠিকমতো চলে না। তাই সর্বজয়াকে সেজ ঠাকরুন, রাধা বোষ্টমের বউদের কাছ থেকে ধার করে সংসার চালাতে হয়। ধার-দেনা শোধ করতে না পারলে কটু কথাও শুনতে হয়। সর্বজয়ার এই দুঃখ-দুর্দশা উদ্দীপকেও দৃশ্যমান। ফুলবানু হাঁসের ডিম বেচে ছেলের চিকিৎসা করায়। বর্তমানে তার সে রকম সামর্থ্যও নেই। প্রতিবেশীর কাছে ধার নেওয়া হয়ে গেছে তাই তাদের কাছেও হাত পাততে পারে না। এদিকে তার ছেলেটার ভীষণ জ্বর। উদ্দীপকে এক দরিদ্র অসহায় মায়ের যে দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ পেয়েছে তা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পেও প্রকাশ পায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার দুঃখ-দুর্দশার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের ফুলবানু ও আলোচ্য গল্পের সর্বজয়া উভয়েই দরিদ্র ও অসহায় মা। তাদের দুঃখ-দুর্দশাই উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে ফুটে উঠেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের ফুলবানু 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার প্রতিচ্ছবি নয়।
- জীবনধারণ করে বেঁচে থাকা একটা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে মানুষকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হতে হয় পদে পদে। তারপরও মনে সাহস সঞ্চার করে পরিবর্তিত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। সুখ তখন আপনা-আপনি ধরা দেয়।
- উদ্দীপকের ফুলবানু বিধবা। স্বামী না থাকায় তার জীবনসংগ্রাম দ্বিগুণ হয়। ছেলের ভীষণ জ্বরে ফুলবানু হাঁসের ডিম বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করায়। প্রতিবেশীদের কাছে ধার নিতে পারে না। কারণ পূর্বেই অনেক ধার নেওয়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া সধবা। তার স্বামী হরিহর আট টাকা বেতনে রায়বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে। কিন্তু সে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। ধার শোধের জন্য পাওনাদাররা কটু কথা শোনায় তাকে। তবুও সন্তানদের সে অভুক্ত রাখে না। সন্তানদের দিকে সব সময় খেয়াল রাখে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া এবং উদ্দীপকের ফুলবানু দুঃখ-দারিদ্র্যের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু সর্বজয়া চরিত্রের অন্য দিকগুলো ফুলবানুর মধ্যে প্রকাশ পায় না। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ফুলবানু 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার প্রতিচ্ছবি নয়।

সারকথা : সর্বজয়া চরিত্রে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, যা উদ্দীপকের ফুলবানু চরিত্রে প্রতিফলিত হয়নি। এ কারণেই ফুলবানু সর্বজয়ার প্রতিচ্ছবি নয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৬ ▶ কুমিল্লা বোর্ড; সিলেট বোর্ড ২০১৬

উদ্দীপক–১

পাড়ার বালকদের সর্দার সুজন। সারাদিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, এর ওর গাছের ফল ছেঁড়া, নদীতে দাপাদাপি করা তার কাজ। শত দুরন্তপনার মাঝেও ছোট ভাই সুমনকে আগলে রাখে সে। তাকে রেখে কোনো খাবারও মুখে তোলে না।

উদ্দীপক–২

সারাক্ষণ সংসারে নাই-নাই, নাই-নাই আর ভালো লাগে না শেফালীর। ঘর থেকে বের হলে পাওনাদারদের তাগাদা তাকে অতিষ্ঠ করে। ছেলেরা কবে নতুন জামা পরেছে মনে পড়ে না তার।

ক. আজকাল লক্ষ্মী কোথায় বাঁধা পড়েছে? ১

খ. 'ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক ২-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দিকটিকে ছাপিয়েও উদ্দীপক ১-এর বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের প্রাধান্য পেয়েছে– মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়েছে।

খ অনুধাবন

- "ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে"– কথাটি দ্বারা হরিহরের দারিদ্র্যপীড়িত সাংসারের দুরবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।
- হরিহর দরিদ্র ব্রাহ্মণ। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে কায়-ক্লেশে তার সংসার চলে। গোমস্তার কাজ, যজমানি ইত্যাদি করে বহু কষ্টে দিন কেটে যায়। একদিন সে দশঘরা গ্রামে যায় তাগাদার জন্য। সেই গ্রামের এক লোক হরিহরকে ঐ গ্রামে বসবাস করার প্রস্তাব করে এবং তার কাছ থেকে মন্ত্র নিতে চায়। কিন্তু হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয় না। কারণ দরিদ্র হলেও তার আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। তৎক্ষণাৎ রাজি হলে লোকটি ভাবত সে বুঝি চরম অর্থ-কষ্টে পড়েছে। এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে প্রশ্নোক্ত কথাটিতে।

সারকথা : প্রশ্নোক্ত বক্তব্যে দরিদ্র হরিহরের সংসারের দরিদ্র দশার কথা বোঝানো হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপক ২-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের সংসারের দারিদ্র্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- দারিদ্র্য একটি অভিশাপ স্বরূপ। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে মানুষ দিশেহারা। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই। চারিদিক শুধু হাহাকার। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।
- উদ্দীপক ২-এ এক দরিদ্র পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। সংসারে সারাক্ষণ নাই নাই শুনতে আর ভালো লাগে না শেফালীর। ঘর থেকে বের হলে পাওনাদারের তাগাদায় সে অতিষ্ঠ। ছেলেদের ঠিকমতো পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে পারে না। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে সর্বজয়ার ছোট সংসার। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। স্বামীর সামান্য উপার্জনে ঠিকমতো চলা তো দূরে থাক, দুবেলা অন্নসংস্থানই কষ্টকর। ধার-দেনা করে কোনো রকমে চলতে হয় তাদের। সর্বজয়ার সংসারের এই দৈন্য-দশার দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

সারকথা : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দরিদ্র বাঙালি পরিবারের অর্থকষ্টের দিকটি তথা হরিহরের সংসারের আর্থিক দৈন্য-দশার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- প্রশ্নোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। কারণ হরিহর-সর্বজয়ার সংসারের অভাব-অনটনের দিককে ছাপিয়েও উদ্দীপক ১-এর বক্তব্য অর্থাৎ শৈশবের চিরায়ত দুরন্তপনা ও ভাই-বোনের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।
- মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হলো শৈশবকাল। সারাদিন কাটে খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ, ঘোরাঘুরিতে। এ সময় বাবা-মায়ের শাসন-বারণ উপেক্ষা করে শিশুরা দুরন্তপনায় মেতে ওঠে। আর এতেই লুকিয়ে থাকে নিঃসীম আনন্দ।
- উদ্দীপক ১-এ দুরন্ত শৈশবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সুজন পাড়ার বালকদের সর্দার সেজে সারাদিন দলবল নিয়ে দুরন্তপনায় মেতে থাকে। এই দুরন্তপনার মাঝেও তার ছোট ভাই সুমনকে আগলে রাখে। শৈশবের এই চিরায়ত দুরন্তপনা এবং ভাই-বোনের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে হরিহর-সর্বজয়ার সংসারের আর্থিক অনটনের দিকটি নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বর্ণনায় গ্রামবাংলার দারিদ্র্যপীড়িত সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্যের সেই কঠিন বাস্তবতা ছাপিয়ে দুই ভাই-বোনের শৈশবের দুরন্তপনা এবং তাদের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। অপু ও দুর্গার মাধ্যমে গল্পকার বাঙালি শিশুর দুরন্ত শৈশবের চিরন্তন রূপ অঙ্কন করেছেন।

সারকথা : আর্থিক অনটন পল্লিবাংলার চিরায়ত রূপ। কিন্তু শৈশবের দুরন্তপনায় তা ম্লান হয়ে যায়। ভাই-বোনের অসীম মমতার বন্ধন চিরন্তন রূপ পায়।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৭ ▸ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ

'মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই
ও বড়োই ভীতু কিনা।
আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না
আমি তো বড়োই প্রায়
ঝড় এলে ডেকো আমারে– ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যায়।'

ক. দুর্গা রড়া ফলের বিচি কোথায় রেখেছিল? ১

খ. সদগোপ কথাটি হরিহর সুর নামাইয়া বলিল কেন?– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোনো মিল আছে কি?– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল স্রোতকে স্পর্শ করেছে কি?– মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- দুর্গা রড়া ফলের বিচি আঁচলের খুঁটে রেখেছিল।

খ অনুধাবন

- নিচু জাতের মানুষকে 'মন্ত্র' দেওয়ার কথা যেন কেউ না শুনতে পায় সে জন্য হরিহর সদগোপ কথাটি সুর নামিয়ে বলল।
- হরিহর দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সংসারে অভাব লেগেই থাকে। সে একদিন দশঘরায় তাগাদার কাজে গিয়েছিল। সেখানে সদগোপ জাতের পয়সাওয়ালা একজন লোক হরিহরকে তাদের গ্রামে গিয়ে বাস করতে অনুরোধ করল এবং তার কাছে মন্ত্র নিতে চাইল। এই কথা স্ত্রী সর্বজয়াকে বলতে গেলে সে জানতে চায় লোকটি কোন জাতের। হরিহর জবাবে সদগোপ কথাটি বলতে গিয়ে সুর নামিয়ে ফেলে। কারণ এই কথা কেউ জানাতে পারলে সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে। কারণ তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণ হয়ে নিচু জাতের মানুষকে মন্ত্র দেওয়াকে অসম্মানের চোখে দেখা হতো।

সারকথা : হরিহর দরিদ্র ব্রাহ্মণ হলেও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। তাই নিচু জাতের সদগোপদের মন্ত্র দেওয়ার বিষয়ে সমাজের মানুষের সমালোচনার ভয়ে কথাটি নিচু স্বরে বলেছিল।

গ প্রয়োগ

- ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্কে প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকটির সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মিল রয়েছে।
- ভাই-বোনের সম্পর্ক চির অমলিন। সমবয়সী ভাই-বোনের সঙ্গে একটু আধটু খুনসুটি হয়েই থাকে। কিন্তু তা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না। স্নেহ-ভালোবাসার বাঁধনে তারা বাঁধা থাকে সারা জীবন।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দুর্গা অপুর বড় বোন। ছোট ভাই হওয়ার কারণে দিদির খবরদারি অপুকে সহ্য করতে হয়। তবে দুর্গা বকাঝকা করলেও অপুকে অনেক স্নেহ করে। সে আম কুড়িয়ে এনে একা একা খায় না, অপুকেও ভাগ দেয়। বনেবাদারে ছুটে বেড়ানোর সময় সে অপুকে সঙ্গে নেয়। অপু তার সঙ্গী হিসেবে থাকে। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এখানেও ভাই-বোনের সম্পর্কের গভীর মিলের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ছোট বোন ছোকানুর প্রতি বড় ভাইয়ের অগাধ স্নেহ। যদি বোনটি ঘুমিয়ে পড়ে এবং তখন নদীতে ঝড় ওঠে তখন ছোকানুকে না ডেকে তাকে ডাকতে বলেছে। সে চেয়েছে তার ছোট বোন যেন সুখে ঘুম যায়।

সারকথা : ভাই-বোনের মধ্যে গভীর মিল এবং একে অন্যের প্রতি যত্নশীলের দিক থেকে উদ্দীপক ও গল্পের মিল রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- না, উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল স্রোতকে স্পর্শ করেনি।
- ভাই-বোনের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার যে সম্পর্ক তা চিরদিন অক্ষয় থাকে। ভাই-বোন একে অন্যের শৈশব-কৈশোরের সাথি। ফলে তাদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে ওঠে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অপু ও দুর্গা ভাইবোন। সংসারে শত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও তারা আনন্দে বেড়ে ওঠে। সারা দিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারদর্শী দুর্গা। সে নানা ধরনের ফল সংগ্রহ করে এনে নিজে খায়, অপুকেও খেতে দেয়। উদ্দীপকেও ভাই-বোনের সম্পর্কের বিষয়টি লক্ষণীয়। দুই ভাই-বোন নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছে। আনন্দ লাভের পাশাপাশি বড় ভাই তার ছোট বোনের নিরাপত্তার কথাও ভেবেছে। ছোট বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের যে ভালোবাসা সেটি এখানে ফুটে উঠেছে।
- উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভাই-বোনের সম্পর্কের বিষয়টি উদ্দীপ স্নেহময়ী ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পের ভাববস্তু আরও বিস্তৃত। গ্রামীণ জীবন, দারিদ্র্য, পল্লিপ্রকৃতি, পল্লি জননী প্রভৃতি বিষয়ও এই গল্পে ফুটে উঠেছে। এই কারণেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার মধ্যে স্নেহের সম্পর্কের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া এই গল্পের অন্য কোনো বিষয় উদ্দীপকে নেই। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৮ ▸ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

আসমানিরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা– ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে আসমানিরা থাকে বছর ভরে।
পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দেছে অনাহারে কদিন গেছে তার।

ক. হরিহরের পুত্র কোথায় বসে খেলা করছিল? ১
খ. হরিহরের বসতভিটার আশপাশটা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিক প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সমগ্র বিষয়কে ধারণ করতে পারেনি।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- হরিহরের পুত্র রোয়াকে বসে খেলা করছিল।

খ অনুধাবন

- হরিহরের বসতভিটার আশপাশটা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সেখানে কেউ বসবাস না করার কারণে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে হরিহরের বাড়ির চারদিকে জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতিভাই নীলমণি রায় মারা যাওয়ায় সেই বাড়িতে কেউ থাকে না। নীলমণি রায়ের স্ত্রী সেই বাড়ি ফেলে রেখে পুত্র-কন্যা নিয়ে তার পিতার বাড়িতে থাকেন। তাদের বাড়ি ছাড়া হরিহরের বাড়ির আশপাশটায় আর কোনো বাড়ি নেই। সেই বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং সেখানে নানা রকম গাছপালা জন্মে আবৃত হয়ে রয়েছে। তাই হরিহরের বসতভিটার আশপাশকে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলা হয়েছে।

সারকথা : হরিহরের বসতভিটার পাশের বাড়িটি পরিত্যক্ত থাকায় সেখানে নানা জাতের গাছ জন্মেছে। এ কারণে এ বাড়ির আশপাশের বর্ণনা দিতে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দরিদ্র মানুষের জীবনযাপনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
- মানুষের জীবন সুখ-দুঃখের চারণক্ষেত্র। মানুষের জীবনে কখনো সুখ আবার কখনো দুঃখ আসে। সুখ-দুঃখ মেনে নিয়েই মানুষ জীবন পথে এগিয়ে যায়। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মানুষ জীবন পথে চলতে গিয়ে নানা সমস্যা-সংকটে পড়ে।
- উদ্দীপকে আসমানির কষ্টকর জীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তার অনাহারে থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া ও হরিহরের সংসারে অভাবের কারণে তাদের খাবারের জন্য কষ্ট করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে আসমানিদের বাড়ির যে করুণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের বাড়ির বর্ণনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। গল্পে হরিহর অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে যে আট টাকা পায় তা দিয়ে তার সংসার চলে না। এই দুঃখ-দুর্দশা উদ্দীপকেও দৃশ্যমান। উদ্দীপকের আসমানিদেরও সংসারে নিত্য অভাব লেগে থাকে। এভাবে উদ্দীপকের আসমানিদের করুণ দশা এবং গল্পের হরিহর ও সর্বজয়ার সংসারের করুণ অবস্থা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : উদ্দীপকের কবিতাংশে আসমানিদের দরিদ্র পরিবারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পেও অনুরূপ পরিবারের পরিচয় রয়েছে। দরিদ্র মানুষের জীবনযাপনের দিক থেকে উদ্দীপক ও গল্প পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সমগ্র বিষয় ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের কারণে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। অভাবের তাড়নায় মানুষ অন্যায় পথে পা বাড়ায়। তখন প্রকৃতির করুণা প্রার্থনা করে মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে লেখক গ্রামীণ জীবনে নিম্ন আয়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা ও টানাপড়েন তুলে ধরেছেন। এতে হরিহর ও সর্বজয়ার অভাবের সংসারে অপু ও দুর্গা নামের দুই সন্তানের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পের হরিহর-সর্বজয়ার সংসারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। উদ্দীপকের কবিতাংশে গ্রামীণ জীবনে আসমানিদের যে অভাব ও দুঃখ-দারিদ্র্যের বর্ণনা রয়েছে তা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সংসারে নিত্য অভাব এবং জীবনযাপনের করুণ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের মিল নেই। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের মধ্যে ভাব ও আনন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা উদ্দীপকের আসমানির মধ্যে নেই।
- 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দারিদ্র্য সত্ত্বেও সন্তানস্নেহের দিক থেকে সর্বজয়া একজন শাশ্বত পল্লিজননী। স্বামীর স্বল্প আয়, সংসারের অসচ্ছলতা, পাওনাদারদের তাগাদা সত্ত্বেও সে অপু-দুর্গাকে গভীর মমতায় আগলে রাখে। হরিহর দরিদ্র হলেও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। সদগোপদের মন্ত্র দিতে তখনই রাজি হয় না। অপু-দুর্গার দুরন্তপনা, আম কুড়ানো, প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি বিষয় গল্পে থাকলেও উদ্দীপকে নেই। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের জীবনালেখ্য। এখানে হরিহরের পরিবারের অভাব-অনটনের যে বিষয়টি রয়েছে তার সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া এ গল্পে হরিহরের আত্মমর্যাদাবোধ, তার স্ত্রী সর্বজয়ার সর্বংসহা সংসারী জীবন উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। এ কারণে উদ্দীপকে গল্পের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে তা বলা যায় না।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ 'কালমেঘ' কী? [দি. বো. '২০]

উত্তর : 'কালমেঘ' হলো যকৃতের রোগে উপকারী এক প্রকার তিক্ত স্বাদের গাছ।

প্রশ্ন ২ ▸ 'পিজরাপোলের আসামি' কী? [চ. বো. '১৯]

উত্তর : 'পিজরাপোলের আসামি' হলো কাঠের ঘোড়া।

প্রশ্ন ৩ ▸ দুর্গার বয়স কত? [য. বো. '১৭]

উত্তর : দুর্গার বয়স দশ-এগারো বছর।

প্রশ্ন ৪ ▸ অপুর দিদির নাম কী? [কু. বো. '১৭]

উত্তর : অপুর দিদির নাম দুর্গা।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'আম-আঁটির ভেঁপু' শীর্ষক গল্পটির রচয়িতা কে? [য. বো. '১৬]

উত্তর : 'আম-আঁটির ভেঁপু' শীর্ষক গল্পটির রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ৬ ▸ আজকাল লক্ষ্মী কোথায় বাঁধা পড়েছে? [কু. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]

উত্তর : আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়েছে।

প্রশ্ন ৭ ▸ হরিহর কাজ সেরে কখন বাড়ি ফিরল? [চ. বো. '১৬]

উত্তর : হরিহর কাজ সেরে দুপুরের কিছু পর বাড়ি ফিরল।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৮ ▸ অপুর টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু বাঁশিটির দাম কত? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : অপুর টোল্ খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশিটির দাম চার পয়সা।

প্রশ্ন ৯ ▸ অপুর কাছে কত টাকা দামের পিস্তল ছিল? [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : অপুর কাছে দুই পয়সা দামের পিস্তল ছিল।

প্রশ্ন ১০ ▸ অপুর খেলনা পিস্তলের দাম কত ছিল? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : অপুর খেলনা পিস্তলের দাম ছিল দু'পয়সা।

প্রশ্ন ১১ ▸ অপুর পিঠে কে কিল দিল? [আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর]

উত্তর : অপুর পিঠে দুর্গা কিল দিল।

প্রশ্ন ১২ ▸ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অন্তর্গত।

প্রশ্ন ১৩ ▸ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৪ ▸ কোন খেলায় খাপরাগুলোর লক্ষ্য অব্যর্থ?

উত্তর : গঙ্গা-যমুনা খেলায়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ নাটাফল কী?

উত্তর : নাটাফল হচ্ছে করঞ্জা ফল।

প্রশ্ন ১৬ ▸ 'জারান' বা 'জারা' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'জারান' বা 'জারা' শব্দের অর্থ হলো জীর্ণ করা, কুচি কুচি করা।

প্রশ্ন ১৭ ▸ হরিহরের পুত্রের নাম কী?

উত্তর : হরিহরের পুত্রের নাম অপু।

প্রশ্ন ১৮ ▸ খাপরা দিয়ে কী খেলা হয়?

উত্তর : খাপরা দিয়ে গঙ্গা-যমুনা খেলা হয়।

প্রশ্ন ১৯ ▸ হরিহরের স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর : হরিহরের স্ত্রীর নাম সর্বজয়া।

প্রশ্ন ২০ ▸ অপুর চোখগুলো কেমন?

উত্তর : অপুর চোখগুলো বেশ ডাগর ডাগর।

প্রশ্ন ২১ ▸ দুর্গার হাতের নারিকেল মালায় কী ছিল?

উত্তর : দুর্গার হাতের নারিকেল মালায় কচি আম কাটা ছিল।

প্রশ্ন ২২ ▸ কাদের বাড়ির চারদিকে জঙ্গল?

উত্তর : দুর্গাদের বাড়ির চারদিকে জঙ্গল।

প্রশ্ন ২৩ ▸ রান্নাঘরের দাওয়ায় সর্বজয়া কী কাটতে বসল?

উত্তর : রান্নাঘরের দাওয়ায় সর্বজয়া শসা কাটতে বসল।

প্রশ্ন ২৪ ▸ কী খেয়ে দাঁত টক হয়ে গেছে?

উত্তর : আম খেয়ে দাঁত টক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২৫ ▸ কে গাই দুইতে এলো?

উত্তর : স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুইতে এলো।

প্রশ্ন ২৬ ▸ কাঁকুড়তলির আমগাছ কাদের?

উত্তর : কাঁকুড়তলির আমগাছ পটলিদের।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ হরিহর সদগোপদের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হলো না কেন? [দি. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ 'তখনি কি রাজি হতে আছে'– ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ 'হাবা একটা কোথাকার, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।'– দুর্গা একথা বলেছিল কেন? [য. বো. '১৭]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ 'আমার কাপড় যে বাসি'– অপু একথা কেন বলেছিল? [কু. বো. '১৭]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [কু. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৭(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৬ ▸ 'স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।' কেন কথা চাপা পড়ল? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]

উত্তর : স্বর্ণ গোয়ালিনী গাভী দোয়াতে আসায় অপুর আম খাওয়ার বিষয়ে দুর্গার ভূমিকা সম্পর্কে মায়ের জানতে চাওয়া কথাটি চাপা পড়ে গেল।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দুর্গা সারা গ্রাম ছুটে বেড়ায়। পটলিদের বাগানে সময়-অসময়ে আম কুড়াতে যায় এবং অপুকে নিয়ে খায়। মায়ের বকুনির ভয়ে দুর্গা অপুকে আম খাওয়ার কথা বলতে নিষেধ করে। কিন্তু অপু ছোট বলে মুখ ফসকে সেই কথা মায়ের সামনে বলে ফেলে। মা তাই দুর্গার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার বাইরে

www.abswer.com

www.abswer.com

যাওয়ার বিষয়টি জানতে চায়। দুর্গা মায়ের কথার জবাব দিতে না দিতেই গাভী দোহাতে স্বর্ণ গোয়ালিনী সেখানে উপস্থিত হয়। মা তখন দুর্গাকে বাছুর ধরতে বলায় আগের কথাটি চাপা পড়ে যায়।

প্রশ্ন ৭ ▸ 'আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা'– কথাটি কে এবং কেন বলেছেন? [সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]

উত্তর : "আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা"– কারণ চাষারা নিয়মিত জমিতে ফসল ফলায়, ফলে তাদের অন্নাভাব হয় না।

চাষা মানেই চাষ করার সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক। আর চাষ করা মানেই ফসলের উৎপাদন। যারা ফসল উৎপাদন করে, তাদের থাকে গোলাভর্তি ধান, সে ধান তারা সারাবছর খায়। তাদের ঘরে খাবারের বিশেষ অভাব হয় না। অন্নের দেবী হিসেবে লক্ষ্মীকে গণ্য করা হয়। প্রশ্নোক্ত লাইনে চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা বলতে খাবারের মজুদকেই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৮ ▸ হরিহরের ঘরের অবস্থা কেমন? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

উত্তর : হরিহরের ঘরের অবস্থা জীর্ণশীর্ণ।

হরিহর গরিব মানুষ। সে একই গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে। মাসিক বেতন মাত্র আট টাকা। তাও অনিয়মিত। ফলে হরিহরের বাড়িটা অনেকদিন মেরামত করা হয়নি। সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে আগাছা জন্মেছে, ঘরের দরজা-জানালার কপাট– সবকিছুই ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়ে সেসব কোনো রকমে গরাদের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৯ ▸ 'একটুখানি কুটোগাছটা দু খানা করা নেই।' লেখক একথা বলেছেন কেন?

উত্তর : মায়ের কোনো কাজে সাহায্য না করায় মা দুর্গাকে উদ্দেশ করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

অপু আর দুর্গা দুই ভাই-বোন। তারা দুজনই দুরন্ত শিশু। তারা সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে হাসি-আনন্দে মেতে থাকে। সারা দিন গ্রামের ঝোপঝাড়ে ছোটাছুটি করে। অভাবের সংসারে ফলমূল সংগ্রহ করে খায়। মায়ের বারণ সত্ত্বেও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মায়ের কোনো কাজে তারা সাহায্য করে না। তাই তাদের মা সর্বজয়া দুর্গার ওপর বিরক্ত হয়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

প্রশ্ন ১০ ▸ "আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই"– কেন এমন হয়েছে?

উত্তর : নিজ সংসারের দারিদ্র্যের কারণে সর্বজয়া প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

হরিহর-সর্বজয়ার সংসারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। হরিহর অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে মাসে আট টাকা পায়। তাতে সংসার ঠিকমতো চলে না। ফলে অনেক ধার-দেনা হয়েছে। পাওনাদাররা প্রতিনিয়ত তাকে তাগাদা দেয়। ছেলের কাপড় নেই– যেটা আছে সেটারও দু-তিন জায়গায় সেলাই করা। দারিদ্র্যজর্জরিত সংসারে সর্বজয়া যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই সে রাগে-দুঃখে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

প্রশ্ন ১১ ▸ মায়ের ডাকে দুর্গার উত্তর না দিতে পারার কারণ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : মায়ের ডাকে দুর্গার উত্তর না দিতে পারার কারণ– তার মুখভর্তি জারানো আমের চাকলা ছিল।

দুর্গা পটলিদের বাগান থেকে আম কুড়িয়ে এনে তার ছোট ভাই অপুকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছিল। কারণ তাদের মা সর্বজয়া যদি এটা দেখে ফেলে, তবে রাগ করবে। খাওয়া শেষ না হতেই হঠাৎ মায়ের ডাক শুনে দুর্গা বাকি আম তাড়াতাড়ি মুখে পুরল। মা পর পর কয়েকবার ডাকল। কিন্তু মুখভর্তি আম থাকায় দুর্গা ভয়ে উত্তর দিতে পারল না। কারণ উত্তর দিলে আম খাওয়ার ব্যাপারটা মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

বহুনির্বাচনি অংশ MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. উঠানের কোন জায়গা থেকে দুর্গা অপুকে ডাকছিল?
ক আমতলা খ বটতলা
গ কাঁঠালতলা ঘ জামতলা

২. তেলের ভাঁড় ছুঁলে দুর্গাকে মারার কারণ হচ্ছে–
i. কুসংস্কার
ii. অপচয়
iii. না জানানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিপন ও রুমা দুই ভাই-বোন। তাদের বয়সের পার্থক্য চার বছর। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন জিনিস একে অন্যকে তারা দেখাতে চায় না। রুমার খেলার সামগ্রী রিপন লুকিয়ে রাখে। রুমার বিভিন্ন আদেশ, আবদার রিপন মানতে চায় না। এই নিয়ে ওদের মাকে নানা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়।

৩. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিককে প্রতিফলিত করেছে?
ক ভাই-বোনের সম্পর্ক খ ভাই-বোনের বিরোধ
গ ভাই-বোনের আবদার ঘ মায়ের চিন্তা

৪. উদ্দীপকের ভাবনা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক নারকেলের মালাটা আমায় দে
খ তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত
গ দুর্গার হাতে একটি নারিকেলের মালা
ঘ একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জারাবো

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৫. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে ফুটে উঠেছে— [ঢা. বো. '২০]
ক প্রকৃতির বৈচিত্র্য খ সামাজিক জীবন
গ মুক্ত জীবনের প্রতি আসক্তি ঘ প্রকৃতির সাথে জীবনের মিল

৬. কোন বাগানের আম গুড়ের মতো মিষ্টি? [কু. বো. '২০]
ক সিঁদুরকৌটার খ কাকুড়তলির
গ নীলমণি রায়ের ঘ ডোবার ধারের

৭. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে কার উক্তিতে তৎকালীন বন্ধক প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়? [চ. বো. '২০]
ক সেজ ঠাকরুণ খ ভুবন মুখুয্যে
গ রাধা বোস্টমের বউ ঘ নীলমণি রায়

৮. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের লেখক যেটি এড়িয়ে গেছেন তা হলো— [সি. বো. '২০]
ক শৈশবে দারিদ্র্যের কষ্ট খ অপু ও দুর্গার দুরন্তপনা
গ প্রকৃতি ও মানুষের জীবন ঘ ফল-ফলাদি গ্রহণের আনন্দ

৯. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল সুর কী? [ব. বো. '২০]
ক জীবনঘনিষ্ঠতা খ প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা
গ দারিদ্র্য ঘ চিরায়ত শৈশব

১০. হরিহর রায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা কে? [দি. বো. '২০]
ক নীলমণি রায় খ অন্নদা রায়
গ অধর রায় ঘ নীলকান্ত রায়

১১. হরিহরের ঘরের দোর জানালার কপাট কিসের দড়ি দিয়ে গরাদের সঙ্গে বাঁধা ছিল? [ম. বো. '২০]
ক পাটের দড়ি খ খড়ের দড়ি
গ নাইলনের দড়ি ঘ নারকেলের দড়ি

১২. 'তার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত'— এখানে কার স্বরের কথা বলা হয়েছে? [ঢা. বো. '১৯]
ক অপুর খ হরিহরের
গ সর্বজয়ার ঘ দুর্গার

১৩. সর্বজয়ার চিরন্তন মাতৃরূপের প্রকাশ ঘটে কোন উক্তিতে? [য. বো. '১৯]
ক আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা
খ ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে
গ ও দুগ্‌গা, দেখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন
ঘ ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই

১৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন? [সি. বো. '১৯; ঢা. বো. '১৫]
ক পথের পাঁচালী খ অপরাজিত
গ ইছামতি ঘ আরণ্যক

১৫. রায়বাড়িতে হরিহরের বেতন ছিল কত টাকা? [ব. বো. '১৯]
ক আট খ দশ
গ বারো ঘ চৌদ্দ

১৬. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে টোল্-খাওয়া ভেঁপু বাঁশিটার দাম কত? [সকল বোর্ড ২০১৮]
ক চার পয়সা খ পাঁচ পয়সা
গ ছয় পয়সা ঘ সাত পয়সা

১৭. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অপুর মায়ের নাম কী? [রা. বো. '১৭]
ক স্বর্ণ গোয়ালিনী খ সর্বজয়া
গ দুর্গা ঘ লক্ষ্মী

১৮. দুর্গা যখন অপুকে ডেকেছিল তখন অপু কোথায় অবস্থান করছিল? [কু. বো. '১৭]
ক বারান্দায় খ ঘরের ভেতর
গ নারকেল তলায় ঘ কাঁঠাল তলায়

১৯. অপুর খেলনা পিস্তলটির দাম কত পয়সা? [চ. বো. '১৭]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

২০. কলের পুতুলের মতো অপু কী লুকিয়ে ফেলল? [সি. বো. '১৭]
ক টিনের বাঁশিটা খ লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলো
গ দু'পয়সা দামের পিস্তলটা ঘ রং ওঠা কাঠের ঘোড়াটা

২১. "আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা— ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত।"— হরিহরের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে— [ব. বো. '১৭]
ক হতাশা খ বিরক্তি গ আক্ষেপ ঘ ঘৃণা

২২. জয়গুনের সংসারে নিত্য আগুন—
নুন আনতে পান্তা ফুরায়
—উদ্দীপকের জয়গুনের সংসারচিত্র 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার কোন বক্তব্যকে সমর্থন করে? [দি. বো. '১৭]
ক অতবড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত
খ আর এদিকে রাজ্যের দেনা
গ একলা নিজে কত দিকে যাবো
ঘ তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ

২৩. দশঘরায় বসবাসের সিদ্ধান্তে হরিহর কার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল? [রা. বো. '১৬]
ক নীলমণি রায়ের স্ত্রী খ ভুবন মুখার্জী
গ সর্বজয়া ঘ মজুমদার মহাশয়

২৪. কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ? [য. বো. '১৬]
ক অপরাজিত খ আরণ্যক গ মৌরীফুল ঘ ইছামতি

২৫. গঙ্গা, যমুনা খেলতে কোনটি সযত্নে বাক্সে রাখা হয়েছে? [কু. বো. '১৬]
ক দু'পয়সা দামের পিস্তল খ খানকতক খাপরার কুচি
গ রং ওঠা কাঠের ঘোড়া ঘ টোল খাওয়া টিনের ভেঁপু

২৬. 'রোয়াক' অর্থ কী? [চ. বো. '১৬]
ক জানালা খ চেয়ার গ খেলার মাঠ ঘ বারান্দা

২৭. পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপ ফুটে উঠেছে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রে? [সি. বো. '১৬]
ক দুর্গা খ নীলমণি
গ স্বর্ণ গোয়ালিনী ঘ সর্বজয়া

২৮. 'ছুটি' গল্পের ফটিক দুরন্ত এক কিশোর। তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মা তাকে মামার সাথে কলকাতায় পাঠায়।— উদ্দীপকের ফটিকের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার কোন দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে? [ব. বো. '১৬]
ক অবাধ্যতা খ সৃষ্টিশীলতা
গ দুরন্তপনা ঘ চতুরতা

২৯. গঙ্গা-যমুনা খেলার জন্য অপু কী হাতে নিল? [দি. বো. '১৬]
ক লাটিম খ মার্বেল গ বাঁশি ঘ খাপরা

৩০. লেখক শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী কে? [কু. বো. '১৫]
ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বনফুল

৩১. দুর্গা আঁচলের খুঁট খুলে কিসের বিচি বের করেছিল? [সি. বো. '১৫]
ক নাটা ফলের খ বৈচি ফলের
গ রড়া ফলের ঘ তেলকুচার

৩২. 'মা ঘাট থেকে আসেনি তো?'— দুর্গার এ কথায় প্রকাশ পেয়েছে— [ব. বো. '১৫]
ক সতর্কতা খ অভিমান
গ সন্দেহ ঘ ভয়

৩৩. অনেকদিন হরিহর রায়ের বাড়িটি— [দি. বো. '১৫]
ক রং করা হয়নি খ ধোয়ামোছা হয়নি
গ মেরামত করা হয়নি ঘ পরিষ্কার করা হয়নি

৩৪. ফটিক সারাক্ষণ মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। সব বিষয়ে তার জানার অসীম আগ্রহ।
—ফটিক চরিত্রের সাথে অপু-দুর্গা যেদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো— [রা. বো. '১৫]
i. কৌতূহলপ্রবণ
ii. চঞ্চলতা
iii. প্রকৃতিঘনিষ্ঠ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক
২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ	৩১	গ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুনীতার অভাবের সংসার। এ ঘর ও ঘর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা ধার এনে কোনো রকমে জোড়া-তালি দিয়ে সংসার চালাচ্ছে। এখন পাওনাদাররা তাগাদা দিচ্ছে। তার মন চায় সে একদিকে বেরিয়ে যায়। [য. বো. '২০]

৩৫. সুনীতার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক হরিহর খ সর্বজয়া
গ রাধা বোস্টম ঘ অন্নদা রায়

৩৬. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের প্রকাশিত দিক হলো—
i. দারিদ্র্যের চিত্র
ii. পারিবারিক অশান্তি
iii. পারিবারিক দ্বন্দ্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক
পথে ঘরে মানুষ
মার খায় দমাদম
গাল খায় অজস্র
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড় [কু. বো. '১৯]

৩৭. উদ্দীপকের ছেলেটার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' ছোটগল্পে কোনটিতে দুর্গার মিল রয়েছে?
ক দুরন্তপনায় খ চতুরতায়
গ অবাধ্যতায় ঘ ভবঘুরে স্বভাবে

৩৮. উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে যা ফুটে ওঠে তা হলো—
i. সোনালি শৈশব স্মৃতি
ii. ভবঘুরে জীবনচিত্র
iii. কৈশোরের চঞ্চলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শীতের সকালে কুয়াশা চাদরে মোড়া খেজুর গাছের তলে মাটির কলসে ভরা সেই টাটকা স্বাদের রসে পুচ্ছ ভরা উচ্ছ্বাস আমি পাই আম গাছের কাছে। [দি. বো. '১৯]

৩৯. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে?
ক অপু খ দুর্গা
গ হরিহর ঘ সর্বজয়া

৪০. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা খ আনন্দিত জীবন
গ হতদরিদ্রতা ঘ চিরায়ত শৈশব

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
'গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। নিজের জমি নেই, অন্যের জমিতে চাষ করে। তার দুঃখ কষ্ট অভাব দেখে স্থানীয় চেয়ারম্যান ভোলা মিয়া শহরে তার চামড়া শিল্পে কাজ করতে বলে এবং থাকা খাওয়াসহ মোটা অঙ্কের বেতন দেয়ার প্রস্তাব দেয়। [ঢা. বো. '১৭]

৪১. উদ্দীপকের গনি মিয়ার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক নীলমণি রায় খ হরিহর রায়
গ অন্নদা রায় ঘ রাধা বোস্টম

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই। [ঢা. বো. '১৬]

৪২. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন বিশেষ দিকটিকে তুলে ধরে?
ক রাতের প্রকৃতির চিত্র খ গ্রামবাংলার প্রকৃতি
গ ভাই-বোনের সম্পর্ক ঘ মায়ের শাশ্বত রূপ

৪৩. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকগুলো অনুপস্থিত—
i. কিশোর মন
ii. দারিদ্র্যের চিত্র
iii. প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ থেকে ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৩-১৪ বছর বয়সের কিশোরী টুনি। বিয়ে হলেও সংসার সম্পর্কে কিছুই বোঝে না সে। সারাদিন পাড়া বেড়ানো, মাছমারা, শাপলা তোলা, খেজুর গাছে চড়ে রস পাড়া এ সবকিছুতেই যেন আনন্দ তার। [কু. বো. '১৫]

৪৪. উদ্দীপকের টুনির সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কার মিল রয়েছে?
ক অপু খ দুর্গা গ জয়া ঘ স্বর্ণ

৪৫. সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র দুটির ভাবগত ঐক্য হলো—
i. দুরন্তপনায়
ii. কৈশোরের চঞ্চলতায়
iii. সাংসারিক বৈরাগ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৬. জরিনা ও জয়নাল দুই ভাইবোন। জরিনা স্কুলে পড়ে, আর বাকি সময় ফুল বিক্রি করে। যা পায় তা দিয়ে কিছু কিনে খায়, আবার খেলতে চলে যায়। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে, বাবা রিকশা চালায়। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে ওরা। এত অভাবের মধ্যেও ওদের দু'ভাইবোনের মুখে কোনো কষ্টের ছাপ নেই।
উদ্দীপকের জরিনা ও জয়নালের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? [চ. বো. '১৫]
ক সর্বজয়া ও নীলমণি খ সন্ন ও হরিহর
গ দুর্গা ও অপু ঘ সর্বজয়া ও হরিহর

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৭. দুর্গার বয়স কত?
[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ; সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক দশ-এগারো খ এগারো-বারো
গ বারো-তেরো ঘ চৌদ্দ-পনেরো

৪৮. সর্বজয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় কেন? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]
ক স্বামীর অবহেলায় খ দুর্গার দুষ্টুমিতে
গ দারিদ্র্যের কশাঘাতে ঘ পাওনাদারদের অত্যাচারে

৪৯. দুর্গার মাথার চুল— [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, যোমেনশাহী; বিএএফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার; মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রুক্ষ খ ভেজা
গ ছোট ঘ বড়

৫০. দুর্গা কতটি রড়া ফলের বিচি কুড়িয়ে এনেছিল? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক ২৫টি খ ২৬টি
গ ২৭টি ঘ ২৮টি

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৩৫	খ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	ঘ	৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ

www.abswer.com

www.abswer.com

৫১. হরিহর মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল কী নিয়ে? [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ক অপুর পড়াশুনার বিষয়ে খ দুর্গার বিয়ের বিষয়ে
গ নিজের অভাবের বিষয়ে ঘ অন্যত্র বসবাসের বিষয়ে

৫২. মাতব্বর লোকটি হরিহরকে বলেছিল আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক-এখানে 'গুরু তুল্য' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? [বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]
ক বামুন ব্যক্তি খ বয়স্ক ব্যক্তি
গ পন্ডিত ব্যক্তি ঘ সম্মানী ব্যক্তি

৫৩. অপুর মহামূল্যবান সম্পত্তি কোনটি? [মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক খাপরা খ কাঠের ঘোড়া
গ নাটা ফল ঘ টিনের বাঁশি

৫৪. দুর্গার ভাইয়ের নাম কী? [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]
ক অপু খ তপু
গ নসু ঘ কাসু

৫৫. অপু দিদির কাছে নারকেলের মালাটা চাইল কেন? [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]
ক লঙ্কা আনতে খ তেল আনতে
গ পানি আনতে ঘ নুন আনতে

৫৬. গরাদ শব্দের অর্থ কী? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক জানালার শিক খ দরজার শিক
গ চালের বাঁশ ঘ বেড়ার বাঁশ

৫৭. দুর্গাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ যাওয়ার পর কাদের বাড়ি? [সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]
ক নীলমণি রায়ের খ অন্নদা রায়ের
গ ভুবন মুখুয্যের ঘ পটলিদের

৫৮. মায়ের ডাক শুনে দুর্গা কোথায় দাঁড়িয়ে আম গিলতে লাগল? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ক কাঁঠাল তলায় খ আম তলায়
গ বট তলায় ঘ জাম তলায়

৫৯. দুর্গাদের বাড়ির পাশের জঙ্গলাবৃত ভিটাটি কার? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক ভুবন মুখুয্যের খ নীলমণি রায়ের
গ স্বর্ণ গোয়ালিনীর ঘ অন্নদা রায়ের

৬০. দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে কে? [সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]
ক রাধা বোষ্টম খ সেজ ঠাকরুন
গ স্বর্ণ গোয়ালিনী ঘ দাদা ঠাকুর

৬১. "তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব" —এ উক্তিতে সর্বজয়া সম্পর্কে হরিহরের কী প্রকাশ পেয়েছে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
ক অবিশ্বাস খ সন্দেহ
গ কৌতূহল ঘ অবজ্ঞা

৬২. কোথায় বসে দুর্গা কতকগুলি শুকনো রড়া ফলের বিচি বের করল? [ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কাঁঠালতলায় খ রোয়াকে
গ আমতলায় ঘ গাছতলায়

৬৩. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে— [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক বিষয়বস্তু খ চরিত্র
গ ঘটনা ঘ ভাষারীতি

৬৪. বিভূতিভূষণ রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি? [রংপুর জিলা স্কুল]
ক পথের পাঁচালি খ মৌরীফুল
গ অপরাজিতা ঘ আরণ্যক

৬৫. অপু খেতে খেতে কী বলল? [লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আর চিবানো যায় না খ খুব মজা হয়েছে
গ আর আছে কিনা ঘ আমি আরও চাই

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৬. বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে— [মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
i. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা রূপরেখা
ii. নাগরিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট
iii. মানুষের সহজ-সরল জীবনচিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. অপুর টিনের বাক্সটি প্রকৃতপক্ষে— [শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী]
i. তার সম্পত্তির সমাবেশ
ii. খেলার সামগ্রীর স্থান
iii. শিশুমনের একান্ত কল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৮. মায়ের ডাকে অপু ও দুর্গা সাড়া দিতে পারেনি— [নওগাঁ জিলা স্কুল]
i. আমে মুখ ভর্তি ছিল বলে
ii. তাদের ইচ্ছা ছিল না বলে
iii. উত্তর সুযোগ ছিল না বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. গঙ্গা-যমুনা খেলার ঘর কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে অপুর— [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. কল্পনাপ্রবণতা
ii. আবেগপ্রবণতা
iii. চিন্তাশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাইতো জেগে রই
রাত্রি হল মাগো আমার কাজলা দিদি কই? [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]

৭০. উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাব 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিকটিকে সমর্থন করে?
ক রাতের প্রকৃতি খ ভাই-বোনের সম্পর্ক
গ গ্রামবাংলার প্রকৃতি ঘ বাবা-মায়ের শাশ্বত রূপ

৭১. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকগুলো অনুপস্থিত— [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]
i. কিশোর মন
ii. দারিদ্র্যের চিত্র
iii. প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭২ ও ৭৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা-দিদি কই। [তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৭২. উদ্দীপকের ফুটে ওঠা দিকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন বিশেষ দিকটিকে তুলে ধরে?
ক রাতের প্রকৃতির চিত্র খ গ্রামবাংলার প্রকৃতি
গ ভাইবোনের সম্পর্ক ঘ মায়ের শাশ্বত রূপ

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	খ	৬০	ক	৬১	ক
৬২	ক	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	ক	৬৬	গ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	গ	৭২	গ

www.abswer.com

www.abswer.com

৭৩. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকগুলো অনুপস্থিত–
i. কিশোর মন
ii. দারিদ্র্যের চিত্র
iii. প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বড় ননদের বাড়ি থেকে কিছু চাল এনে আপাতত সংসার চালানোর মত দেন স্ত্রী জয়গুণ। বোনের অবস্থা যথেষ্ট ভালো হলেও সেখানে যেতে অনীহা কবেজ আলীর। বলে, "এক সময়ের স্বচ্ছল গৃহস্থ যদি বোনের বাড়ি চাল আনতে যায় তাহলে বোন-ভগ্নিপতি আর যাই ভাবুক না কেন, বাড়ির অন্যরা অনেক কিছু ভাববে। না, না, তা হয় না"। [লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

৭৪. উদ্দীপকের জয়গুণের মধ্যে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার যে বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে, তা হলো–
ক পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপ খ ঋণগ্রস্তের হা-হুতাশ
গ সন্তান বাৎসল্য ঘ অভাবমুক্ত হতে ধৈর্যহীনতা

৭৫. উদ্দীপকের কবেজ আলীকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর বলা যায়, কারণ তারা দুজন–
i. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন
ii. অভিজাত বংশীয়
iii. দারিদ্র্যক্লিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
'কিশোর মোরা উষার আলো আমরা হাওয়া দুরন্ত। /মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

৭৬. উদ্দীপকে 'আম-আঁটি ভেঁপু' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক গ্রামীণ প্রকৃতিঘনিষ্ট জীবন খ মানুষের আনন্দময় শৈশব
গ অপু ও দুর্গার হতদরিদ্র জীবন ঘ শিশুদের বিস্ময় ও কৌতূহল

৭৭. উক্ত দিক প্রকাশে প্রযোজ্য বাক্য–
i. রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে
ii. বাছা আমার তাই পরে হাসি মুখে নেচে নেচে বেড়ায়
iii. বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬৬

৭৮. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ প্রেমেন্দ্র মিত্র

৭৯. কোন স্কুল থেকে বিভূতিভূষণ ম্যাট্রিক পাস করেন? (জ্ঞান)
ক বনগ্রাম খ চৌদ্দগ্রাম
গ বনপাড়া ঘ মুরারিপুর

৮০. প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে মহিমান্বিত বিভূতিভূষণের– (অনুধাবন)
ক নাট্যসাহিত্য খ কবিতা
গ কথাসাহিত্য ঘ গান

৮১. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক কে? (জ্ঞান)
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৮২. আঙ্গিকের দিক থেকে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গ্রন্থের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন গ্রন্থের? (প্রয়োগ)
ক মৌরীফুল খ যাত্রাবদল
গ মেঘমল্লার ঘ আরণ্যক

৮৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১ আগস্ট খ ১ সেপ্টেম্বর
গ ১ অক্টোবর ঘ ১ নভেম্বর

৮৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯৫০ খ ১৯৫১
গ ১৯৬০ ঘ ১৯৬২

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬৬

৮৫. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে কে আপন মনে রোয়াকে বসে খেলা করছিল? (জ্ঞান)
ক হরিহরের কন্যা খ হরিহরের পুত্র
গ হরিহরের ভাগ্নী ঘ পাশের বাড়ির নবনীতা

৮৬. অপুর বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি কোথায় ঢালা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক রোয়াকে খ উঠানে
গ বিছানায় ঘ মেঝেতে

৮৭. অপুর দিদির নাম কী? (জ্ঞান)
ক দুর্গা খ পার্বতী
গ দিবা ঘ উষা

৮৮. "দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল"– কী কুড়িয়ে এনেছিল? (অনুধাবন)
ক আম খ নারকেলের মালা
গ নাটাফল ঘ আমের আঁটি

৮৯. অপু লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলো লুকিয়ে ফেলল– (জ্ঞান)
ক সুবোধ বালকের মতো খ কলের পুতুলের মতো
গ সিঁধেল চোরের মতো ঘ ধূর্ত শেয়ালের মতো

৯০. অপু কড়িগুলো কোথা থেকে চুরি করেছিল? (জ্ঞান)
ক দুর্গাপূজার কড়ির চুপড়ি থেকে
খ কালীপূজার কড়ির চুপড়ি থেকে
গ সরস্বতী পূজার কড়ির চুপড়ি থেকে
ঘ লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি থেকে

৯১. শুকনো নাটাফল কে কুড়িয়ে এনে অপুকে দিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক দিদি খ মা
গ বাবা ঘ পিসি

৯২. দুর্গার গড়ন কেমন? (অনুধাবন)
ক মোটাসোটা খ পাতলা
গ স্বাস্থ্যবতী ঘ দোহারা

৯৩. দুর্গার গায়ের রং কেমন? (অনুধাবন)
ক কালো খ ফরসা
গ একটু চাপা ঘ সাদাকালো

৯৪. অপুর সাথে দুর্গার মিল রয়েছে– (প্রয়োগ)
ক চোখের খ চুলের
গ গড়নের ঘ বরণের

৯৫. দুর্গা যে দুরন্ত কিশোরী তা কী দ্বারা বোঝা যায়? (অনুধাবন)
ক পরনে ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল খ গড়ন পাতলা, রং চাপা
গ দশ-এগারো বছর বয়স ঘ চোখগুলো বেশ ডাগর ডাগর

৯৬. দুর্গার চোখ কার মতো ডাগর ডাগর? (জ্ঞান)
ক হরিহরের খ সর্বজয়ার
গ পিসির ঘ অপুর

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৭৩	ক	৭৪	ঘ	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	গ	৮১	ক	৮২	ঘ	৮৩	খ	৮৪	ক
৮৫	খ	৮৬	ঘ	৮৭	ক	৮৮	গ	৮৯	খ	৯০	ঘ	৯১	ক	৯২	খ	৯৩	গ	৯৪	ক	৯৫	ক	৯৬	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

৯৭. দুর্গার হাতে অপু কী দেখতে পেল? (জ্ঞান)
ক খরগোশের বাচ্চা খ নারিকেলের মালা
গ ছাগলছানা ঘ পাখির বাচ্চা

৯৮. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে নারিকেলের মালার মধ্যে কী ছিল? (জ্ঞান)
ক জাম খ নারিকেল
গ বরই ঘ কচি আম কাটা

৯৯. গলার সুর নিচু করে দুর্গা অপুর কাছ থেকে কী জানতে চাইল? (জ্ঞান)
ক অপু এগুলো খাবে কিনা খ মা ঘাট থেকে ফিরেছে কিনা
গ বাবা ঘুমাচ্ছে কিনা ঘ পিসি বসে আছে কিনা

১০০. অপুর মা ক্ষার কাচতে কোথায় গিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ডোবায় খ খালে
গ ঘাটে ঘ অন্য বাড়িতে

১০১. অপু কার অজ্ঞাতসারে কড়িগুলো চুরি করেছিল? (জ্ঞান)
ক বাবার খ বোনের
গ ঠাকুরের ঘ মায়ের

১০২. দুর্গা অপুকে কী নিয়ে আসতে বলল? (জ্ঞান)
ক বঁটি খ বাটি
গ চিনি ঘ তেল, নুন

১০৩. তেল নুন আনার পর দুর্গা আবার অপুকে কী আনতে বলে? (জ্ঞান)
ক বাটি খ মসলা
গ পিয়াজ ঘ লঙ্কা

১০৪. দুর্গাদের বাড়ির চারদিকে— (জ্ঞান)
ক ফুলের বাগান খ ফলের বাগান
গ জঙ্গল ঘ পানি

১০৫. নীলমণি রায়ের স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে কোথায় বাস করেন? (জ্ঞান)
ক শ্বশুরালয়ে খ পিত্রালয়ে
গ কলকাতায় ঘ গ্রামে

১০৬. হরিহর রায়ের কোন জ্ঞাতি-ভ্রাতা সম্প্রতি মারা গিয়েছেন? (অনুধাবন)
ক মজুমদার রায় খ নীলমণি রায়
গ লালমণি রায় ঘ অশোক রায়

১০৭. দুর্গাদের বাড়ি থেকে কত সময়ের পথ গেলে ভুবন মুখুয্যের বাড়ি? (জ্ঞান)
ক চার মিনিট খ পাঁচ মিনিট
গ ছয় মিনিট ঘ সাত মিনিট

১০৮. হরিহরের রোয়াকের ভাঙা জায়গায় কোন গাছের বন গজিয়েছে? (জ্ঞান)
ক বন-বিছুটি, কালমেঘ খ কন্টিকারি
গ শিয়ালকাঁটা ঘ নলখাগড়া

১০৯. মায়ের গলা পেয়ে দুর্গা অপুকে কীভাবে যেতে বলল? (অনুধাবন)
ক মুখের নুনের গুঁড়ো মুছে খ যেভাবে আছে সেভাবেই
গ দৌড়ে ঘ আস্তে আস্তে

১১০. দুর্গা অপুকে মুখ মুছতে বলেছিল কেন? (অনুধাবন)
ক ময়লা লেগে থাকায় খ আম কুচি লেগে থাকায়
গ নুনের গুঁড়া লেগে থাকায় ঘ লঙ্কার গুঁড়া লেগে থাকায়

১১১. দুর্গা নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে কী ছুড়ে মারল? (জ্ঞান)
ক খালি নারকেল মালা খ খালি বোতল
গ খালি থালা ঘ খালি পাতিল

১১২. সর্বজয়ার গা-গতর ব্যথা হয়ে গিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক অসুস্থতার কারণে খ বাড়ি ঝাঁট দিয়ে
গ গাছ কাটতে গিয়ে ঘ ক্ষার কেচে

১১৩. সর্বজয়া কখন থেকে ক্ষার কাচছিল? (জ্ঞান)
ক সকাল থেকে খ দুপুর থেকে
গ বিকাল থেকে ঘ সন্ধ্যা থেকে

১১৪. 'সে বাঁদর কোথায়?'— এখানে কাকে 'বাঁদর' বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক দুর্গাকে খ অপুকে
গ গোয়ালিনীকে ঘ ভৃত্যকে

১১৫. অপু খেতে খেতে কী বলল? (জ্ঞান)
ক আর চিবনো যায় না খ খুব মজা হয়েছে
গ আর আছে কিনা ঘ আমি আরও চাই

১১৬. অপুর কথা শুনে সর্বজয়া কী জিজ্ঞাসা করল? (জ্ঞান)
ক আম কোথায় পেলি খ তেল, নুন কেন নিয়েছিস
গ বাইরে কখন গিয়েছিলি ঘ খেলনাগুলো কোথায়

১১৭. হরিহর রায় কখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরল? (জ্ঞান)
ক সকালের একটু পরে খ দুপুরের একটু পরে
গ বিকালের একটু পরে ঘ সন্ধ্যার একটু পরে

১১৮. সর্বজয়া কোন মাসের রোদে জ্বর আসার কথা বলছে? (জ্ঞান)
ক আশ্বিন খ কার্তিক
গ পৌষ ঘ চৈত্র

১১৯. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর একটু পরে কী করল? (জ্ঞান)
ক লাঠি নিয়ে দুর্গাকে খুঁজতে গেল খ অপুর ঘরে গেল
গ গোসল করতে গেল ঘ খেতে বসল

১২০. দশঘরার মাতবর লোকটি হরিহরকে ভাবে— (অনুধাবন)
ক পিতৃতুল্য খ দেবতুল্য গ ভ্রাতৃতুল্য ঘ গুরুতুল্য

১২১. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মাতবর গোছের লোকটার জাত কী? (জ্ঞান)
ক সদ্‌গোপ খ দুলে
গ মেথর ঘ কর্মকার

১২২. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে সর্বজয়াদের রায়বাড়ির কত টাকার ওপর নির্ভর করতে হয়? (জ্ঞান)
ক পাঁচ টাকা খ ছয় টাকা
গ সাত টাকা ঘ আট টাকা

১২৩. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে রায়বাড়ির টাকা কত মাস অন্তর দেয়? (জ্ঞান)
ক দুই-তিন মাস খ তিন-চার মাস
গ চার-পাঁচ মাস ঘ পাঁচ-ছয় মাস

১২৪. দুর্গা খেলা বন্ধ করে সব বিচি আঁচলে বেঁধে কীভাবে বাড়ির বাইরে গেল? (প্রয়োগ)
ক ময়লা কাপড় পরে খ রুক্ষ চুল উড়িয়ে
গ হাতে লাঠি নিয়ে ঘ মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭০

১২৫. 'চুপড়ি' বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক ছোট ঝুড়ি খ কলসি
গ হাঁড়ি ঘ চুড়ি

১২৬. 'বন-বিছুটি' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক বনের বিচ্ছু খ বনের পোকা
গ বুনো গাছ ঘ বুনো ফুল

১২৭. 'কালমেঘ' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মেঘের রং
খ ঝড়ের পূর্বাভাস
গ যকৃতের রোগে উপকারী এক প্রকার তিক্ত স্বাদযুক্ত গাছ
ঘ এক প্রকার কালো ফল

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭১

১২৮. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি কিসের আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে? (অনুধাবন)
ক প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের খ জাতপ্রথার
গ প্রকৃতির নির্মলতার ঘ শৈশবকালীন চাঞ্চল্যের

১২৯. গ্রামীণ ফলফলাদি আহারের আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে অপু ও দুর্গার বিস্ময় ও কৌতূহল গল্পটিকে চিরকালের মানুষের কী মনে করিয়ে দেয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অতীত ইতিহাস খ ভবিষ্যৎ
গ বর্তমান ঘ চিরায়ত শৈশব

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৯৭	খ	৯৮	ঘ	৯৯	গ	১০০	গ	১০১	ঘ	১০২	ঘ	১০৩	ঘ	১০৪	গ	১০৫	খ	১০৬	খ	১০৭	খ
১০৮	ক	১০৯	ক	১১০	গ	১১১	ক	১১২	ঘ	১১৩	ক	১১৪	খ	১১৫	ক	১১৬	ক	১১৭	খ	১১৮	ঘ
১১৯	ঘ	১২০	ঘ	১২১	ক	১২২	ঘ	১২৩	ক	১২৪	খ	১২৫	ক	১২৬	গ	১২৭	গ	১২৮	ক	১২৯	ঘ

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩০. কলকাতা রিপন কলেজের সাথে বিভূতিভূষণের সম্পর্ক— (প্রয়োগ)
i. আই.এ. পাসের ক্ষেত্রে
ii. বি.এ. পাসের ক্ষেত্রে
iii. এম.এ. পাসের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৩১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেন— (অনুধাবন)
i. কলকাতায়
ii. হুগলিতে
iii. ব্যারাকপুরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা রূপরেখা
ii. নাগরিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট
iii. মানুষের সহজ-সরল জীবনচিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. খেলনাগুলোকে অপুর সম্পত্তি বলা হয়েছে যে কারণে— (অনুধাবন)
i. খেলনাগুলো অপুর নিজের বলে
ii. খেলনাগুলো অনেক দামি বলে
iii. খেলনাগুলো আর কারও নেই বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

১৩৪. 'অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল'— এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উপমা
ii. উৎপ্রেক্ষা
iii. শ্লেষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

১৩৫. সদ্‌গোপেরা হরিহরের পায়ের ধুলো নিতে চায়, কারণ হরিহর— (অনুধাবন)
i. আত্মীয় হওয়ায়
ii. উঁচু জাতের হওয়ায়
iii. শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৬ থেকে ১৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
আমাদের বাড়িটা ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মস্ত উঠানের চারধারে বড় বড় টিনের ঘর। পাশেই বিশাল বাগান। শান বাঁধানো পুকুরও ছিল একটি। আত্মীয়স্বজনে সবসময় আমাদের বাড়ি ভরে থাকত।

১৩৬. উদ্দীপকের লেখকের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের বৈসাদৃশ্য রয়েছে কোন দিকে? (অনুধাবন)
ক বৈষয়িক অবস্থার খ মানসিকতার
গ বয়সের ঘ চাঞ্চল্যের

১৩৭. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? (অনুধাবন)
ক ঘরের আসবাবপত্রের বর্ণনা খ বাড়ির বর্ণনা
গ বাগানের বর্ণনা ঘ আত্মীয়স্বজনদের বর্ণনা

১৩৮. উদ্দীপকের যে বিষয়টি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অনুপস্থিত—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. আত্মীয়স্বজন
ii. পাঁচিল ঘেরা বাড়ি
iii. বাড়ির পাশের অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৯ থেকে ১৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো। মার খেয়েছে বিস্তর; জাম খেয়েছে আরও অনেক বেশি। বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর!' [ছেলেটা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৩৯. উদ্দীপকের ছেলেটা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক অপু খ দুর্গা
গ হরিহর ঘ পটলি

১৪০. উদ্দীপকের ছেলেটা ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গাকে বাড়ির লোকে কী করেছে? (অনুধাবন)
ক দুষ্টুমি মেনে নিয়েছে খ শাসন করেছে
গ আরও দুষ্টুমি করতে বলেছে ঘ আদালতে নালিশ করেছে

১৪১. উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্প পাঠ করলে মনে হয়—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. শৈশবস্মৃতি
ii. কৈশোরের চঞ্চলতা
iii. বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

১৩০	গ	১৩১	ঘ	১৩২	খ	১৩৩	ক	১৩৪	ক	১৩৫	খ	১৩৬	ক	১৩৭	খ	১৩৮	গ	১৩৯	খ	১৪০	খ	১৪১	ক

PART 04 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7☆ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5☆ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3☆ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩	৪, ৫, ৬, ৭	১, ২, ৩
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৬	৭, ৮, ১৩, ১৮, ১৯, ২৫	৯, ১০, ১১, ১২, ২০, ২১
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১	১, ২	৩, ৪
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com